রাঁচি, সোমবার

08:01:2024

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>090 >> 22 Poush 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৯০ >> << ২২শে, পৌষ ১৪৩০>>

নেতানিয়াহু সরকারের পদত্যাগ এবং গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ইসরায়েলে বিক্ষোভ

তেল আবিব (এজেন্সী): ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন সরকারের পদত্যাগ, গাজায় আটক নাগরিকদের মুক্তি এবং গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। গতকাল শনিবার তেল আবিব ও জেরুজালেমে এসব বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়।

গত ৭ অক্টোবর হামাসের হাতে আটক ইসরায়েলি নাগরিকদের কয়েক হাজার স্বজন, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী গতকাল তেল আবিবের ‘হোস্টেজ স্কয়ারে’ বিক্ষোভ করেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত আলজাজিরার সাংবাদিকেরা বলেছেন, হোস্টেজ স্কয়ারে গতকাল বিক্ষোভকারীদের উপস্থিতি সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। গত কয়েক সপ্তাহের বিক্ষোভে সর্বোচ্চ কয়েক শ মানুষকে জড়ো হতে দেখা গেছে। তবে গতকাল তা বেড়ে কয়েক হাজার হয়েছে।

তেল আবিব থেকে আলজাজিরার প্রতিবেদক সারা খাইরাত বলেন, ‘এটা নজিরবিহীন ঘটনা। কারণ, গাজায় ইসরায়েলের হামলার শুরু থেকে সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীরাসহ সবাই একটি বিষয়ে সম্মত। আর তা হলো, যুদ্ধ চলাকালে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। গাজায় এখনো কেউ কেউ জিম্মি থাকার এই সময়ে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’

গতকাল বিক্ষোভের সময় সরকারকে উদ্দেশ্য করে বিক্ষোভকারীরা বলছিলেন, ‘বুশাহ, বুশাহ, বুশাহ’। এর মানে হলো ‘লজ্জা, লজ্জা, লজ্জা।’ ৭ অক্টোবরের ঘটনার জন্য তাঁরা নেতানিয়াহু এবং অন্য কর্মকর্তাদের দায়ী করছিলেন।

জেরুজালেমে ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগের বাড়ির সামনেও জড়ো হয়েছিলেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁরা গাজায় এখনো আটক শতাধিক নাগরিককে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ইসরায়েলে হামলা চালায়। ইসরায়েল সরকারের হিসাব অনুসারে, ওই হামলায় প্রায় ১ হাজার ১৪০ জন নিহত হয়েছেন। জবাবে একই দিন থেকে গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে, চলমান হামলায় এ পর্যন্ত ২২ হাজার ৭২২ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

ইসরায়েলের দাবি, ৭ অক্টোবর প্রায় ২৪০ জনকে ধরে নিয়ে যান হামাসের যোদ্ধারা। মাঝে যুদ্ধবিরতি চলার সময় বেশ কিছু জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হয়। এখনো হামাসের কাছে শতাধিক মানুষ বন্দী আছেন বলে দাবি ইসরায়েলের।

জাপানে ভূমিকম্পের ৫ দিন পর ৯০ বছর বয়সী নারী জীবিত উদ্ধার

টোকিও : জাপানের পশ্চিমাঞ্চলীয় সুজু শহরে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত একটি বাড়ি থেকে এক নবতিপর (৯০ বা তার বেশি বয়সী) নারীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ভূমিকম্প হওয়ার ১২৪ ঘণ্টা পর তিনি উদ্ধার হলেন। গত সোমবার জাপানের স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের দিকে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর কেন্দ্রস্থল ছিল প্রত্যন্ত নোতো উপদ্বীপ। সাধারণত ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়া ব্যক্তিদের জীবিত উদ্ধারের জন্য ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিন পর্যন্ত সময়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এরপর জীবিত উদ্ধারের আশা ক্রমেই ফুরিয়ে আসে। তবে গতকাল শনিবার রাতে সুজু এলাকা থেকে ওই নবতিপর নারীকে উদ্ধার করা হয়েছে ভূমিকম্পের পাঁচ দিনের বেশি সময় পর।

জাপানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত ভিডিওতে দেখা গেছে, ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধারের সময় হেলমেট পরা উদ্ধারকর্মীরা জায়গাটিকে নীল রঙের প্লাস্টিকে ঢেকে রেখেছিলেন। ভিডিওতে উদ্ধার হওয়া বৃদ্ধাকে দেখা যাচ্ছিল না। তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন, তাও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। জাপানের কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে, ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ১২৬ জনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন পাঁচ শতাধিক মানুষ। তাঁদের মধ্যে কমপক্ষে ২৭ জনের অবস্থা গুরুতর। প্রায় ২০০ জন এখনো নিখোঁজ। এ ভূমিকম্পে বেশির ভাগ প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে ওয়াজিমা নগরীতে।

ইউক্রেনের পোকরোভস্ক শহরে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শিশুসহ নিহত ১১

পোকরোভস্ক : ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় শহর পোকরোভস্কে ও এর আশপাশের এলাকায় গতকাল শনিবার রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ৫ শিশুসহ ১১ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১০ জন। দোনেৎস্ক অঞ্চলে ইউক্রেন নিয়ন্ত্রিত অংশের গভর্নর ভাদিম ফিলাশকিন এ কথা জানিয়েছেন। দুপুরের পর হওয়া এক হামলার ঘটনায় রাতেও উদ্ধারকাজ চালাতে হয়েছে। অনলাইনে গভর্নর ভাদিম ফিলাশকিন কিছু ছবি প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, উদ্ধারকারী দল অন্ধকারের মধ্যে ধ্বংসস্তূপের উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে। ইউক্রেনের টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফিলাশকিন বলেন, বেলা প্রায় ৩টার দিকে এস৩০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে পোকরোভস্কে হামলা চালানো হয়েছে। হামলায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৫ জনের বয়স ৩ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। ফিলাশকিন আরও বলেন, ‘উদ্ধারকাজ চলছে। সকাল ঘনিয়ে এলে আমরা আরও ভালো করে বুঝতে পারব, যে আহত ব্যক্তির সংখ্যা ঠিক কত।’

বাজার দর

SENSEX : 72026.15 +178.58

NIFTY : 21710.80 +52.21

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
24.00 °c	13.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.18 টা

সূর্যোদয় (কাল) >> 06.31 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম

সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম

রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

ডেনমার্কের রানি হতে যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে

কোপেনহেগেন : ২০০০ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের সময় অস্ট্রেলিয়ার সিডনির স্লিপ ইন বারে বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েছিলেন যুবরাজ ফ্রেডরিক। সেখানে তাঁর সঙ্গে ম্যারির দেখা হয়। ম্যারি তখন অস্ট্রেলিয়ায় একজন বিজ্ঞাপন নির্বাহী হিসেবে কাজ করতেন। পরে ম্যারি আবিষ্কার করলেন ফ্রেডরিক ডেনমার্কের যুবরাজ। এমনকি তাঁর বন্ধুরা ইউরোপীয় অনেক রাজপরিবারের সদস্য। তাঁদের মধ্যে ফ্রেডরিকের ছোট ভাই প্রিন্স জোয়াচিম, চাচাতো ভাই গ্রিসের প্রিন্স নিকোলাস রয়েছেন। বেশ কয়েক বছর আগে এক সাক্ষাৎকারে ম্যারি বলেছিলেন, ‘প্রথমবার যখন আমাদের দেখা হয়, আমরা দুজন হাত মিলিয়েছিলাম।’

ম্যারি বলছিলেন, ‘আমি জানতাম না, তিনি ডেনমার্কের যুবরাজ। আধা ঘণ্টা পর একজন এসে আমাকে বলেছিলেন, ‘আপনি কি জানেন, এঁরা কারা?’

১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার হোবার্টে জন্ম ম্যারি ডোনাল্ডসনের। তিন থেকে সাড়ে তিন বছর দুজন অনেক দূরে থাকলেও অত্যন্ত সতর্কভাবে সম্পর্ক চালিয়ে গেছেন। খুব গোপনীয়ভাবে তাঁরা অসংখ্যবার দেখা সাক্ষাৎও করেছেন। অবশেষে ২০০৩ সালের অক্টোবরে তাঁদের বাগ্দান হয়। পরে ২০০৪ সালের ১৪ মে কোপেনহেগেন ক্যাথেড্রালে তাঁদের বিয়ে হয়। অস্ট্রেলীয় বংশোদ্ভূত ডেনমার্কের জনপ্রিয় ক্রাউন প্রিন্সেস ম্যারি হতে যাচ্ছেন দেশটির পরবর্তী রানি। ১৪ জানুয়ারি তাঁর স্বামী যুবরাজ ফ্রেডরিক সিংহাসনে বসবেন। তিনি তাঁর মা দ্বিতীয় মারগ্রেথের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

ডেনমার্কে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা চালু রয়েছে। আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা নির্বাচিত সরকারের হাতে। সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী। রাজপরিবারের ক্ষমতার চর্চা ঐতিহ্য ও আনুষ্ঠানিকতায় সীমিত।

সম্প্রতি খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রানি দ্বিতীয় মারগ্রেথ ক্ষমতা গ্রহণের ৫২ বছর পর সিংহাসন ছাড়ার ঘোষণা দেন। ভাষণে সন্তান ফ্রেডরিককে সিংহাসনের উত্তরাধিকার ঘোষণা করে জানান, বয়স ও স্বাস্থ্যের কারণে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছেন।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটিশ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তিনি ইউরোপের দেশগুলোয় সবচেয়ে বেশি দিন সিংহাসনে থাকা রাষ্ট্রপ্রধান। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে রানি মারগ্রেথের পিঠে সফল অস্ত্রোপচার হয়েছিল। গত রোববার ভাষণে রানি মারগ্রেথ বলেন, ‘ওই অস্ত্রোপচার স্বাভাবিকভাবে আমাকে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিয়েছে। আমি চিন্তা করেছি, পরের প্রজন্মের কাছে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার সময় নিয়ে।’ আমি জানতাম না, তিনি ডেনমার্কের যুবরাজ। আধা ঘণ্টা পর একজন এসে আমাকে বলেছিলেন, আপনি কি জানেন, এঁরা কারা?

ডেনমার্কের রানি আরও বলেন, ‘আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখনই দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার সময়। ২০২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি, আমার প্রিয় বাবার উত্তরসূরি হওয়ার ৫২ বছর পর, আমি ডেনমার্কের রানির পদ থেকে পদত্যাগ করব। ছেলে যুবরাজ ফ্রেডেরিক সিংহাসনে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে।’ ম্যারি শুরু থেকেই ডেনমার্কবাসীর হৃদয়ে নিজের একটা ভাবমূর্তি তৈরি করেছিলেন। দ্রুত দেশটির ভাষা শিখে ডেনমার্কবাসীর মনে ছাপ রেখেছেন। ডেনিশ টেলিভিশন টিভি২ গত ডিসেম্বরে এক জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাতে বলা হয়, দেশটির রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে জনপ্রিয় তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ম্যারি। প্রথম স্থানে ব্যাপক জনপ্রিয় রানি মারগ্রেথ। এরপরই তাঁর ছেলে ফ্রেডরিক।

ম্যারিকে প্রায়ই তাঁর ফ্যাশন স্টাইল, লম্বা কালো চুল এবং ডেনমার্ক ও আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনে সুন্দর সুন্দর পোশাকে নিয়মিত হাজির হতে দেখা যায়। তাঁকে যুক্তরাজ্যের ক্রাউন প্রিন্সেস কেটের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বুলিং, পারিবারিক সহিংসতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে কাজ করার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য ও নারী অধিকারের প্রসারে কাজ করায় ম্যারির বেশ খ্যাতি রয়েছে। ম্যারি ও ফ্রেডরিককে বেশ আধুনিক দম্পতি বলে বিবেচনা করা হয়। ইতিহাসবিদ সেবাস্তিয়ান ওল্ডেনজোরগেনসেনের মতে, দুজনেই পপসংগীত, আধুনিক শিল্পসাহিত্য ও খেলাধুলা পছন্দ করেন। এই দম্পতির এখন চার সন্তান রয়েছে। বড় সন্তান ১৮ বছরের প্রিন্স ক্রিস্টিয়ান। বাবার পর তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারেন। এরপর ১৬ বছরের প্রিন্সেস ইসাবেলা এবং জমজ প্রিন্স ভিনসেন্ট ও প্রিন্সেস জোসেফাইন। আগামী সপ্তাহে তারা ১৩ বছরে পা রাখবে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

এপস্টেইনের যৌন কেলেঙ্কারি : নথিতে এবার হিলারি ক্লিনটনের নাম

নিউইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত নারী নিপীড়ক ও নারী পাচারকারী জেফরি এপস্টেইনসংশ্লিষ্ট একটি মামলার নথিতে এবার নাম এসেছে দেশটির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের। গত শুক্রবার তৃতীয় ধাপে প্রকাশিত মামলার নথিপত্রে এ তথ্য উঠে এসেছে। তাতে হিলারির নাম ছাড়া রয়েছে নারী নিপীড়নের চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। এপস্টেইনের প্রেমিকা জিসলেন ম্যাক্সওয়েলের বিরুদ্ধে ২০১৫ সালে মামলাটি করেছিলেন ভার্জিনিয়া জুফরে। তাঁর অভিযোগ, যৌন ব্যবসার জন্য তাঁকেসহ কমবয়সী কয়েক নারীকে পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এপস্টেইন ও ম্যাক্সওয়েল। সম্প্রতি নিউইয়র্কের একটি আদালত ওই মামলার নথি প্রকাশের অনুমতি দেন। এরপর গত বুধ ও বৃহস্পতিবার প্রথম দুই ধাপে নথি প্রকাশ করা হয়। নতুন প্রকাশিত নথিতে এপস্টেইনের ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর জবানবন্দি তুলে ধরা হয়েছে। নারী পাচার ব্যবসা চালাতে এপস্টেইনকে সাহায্য করেছিলেন তিনি। আর ভার্জিনিয়াসহ আরেক অভিযোগকারী জোহাজা এসজোবার্গের জবানবন্দিতে উঠে এসেছে, কীভাবে এপস্টেইন ও ম্যাক্সওয়েল কিশোরীদের প্রলোভন দেখিয়ে নারী পাচার ব্যবসায় টানতেন। নথিতে হিলারি ক্লিনটনকে ‘সুনির্দিষ্ট ১৩ জন প্রত্যক্ষদর্শীর’ একজন হিসেবে উল্লেখ করেছেন ভার্জিনিয়া জুফরে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তোলা হয়নি। এর আগে প্রকাশিত নথিতে তাঁর স্বামী সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের নাম এসেছিল। অভিযোগ তিনি এপস্টেইনের ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে করে সফরে গিয়েছিলেন। ক্যারিবীয় অঞ্চলে এপস্টেইনের ব্যক্তিগত দ্বীপও ভ্রমণ করেছিলেন। এপস্টেইনসংশ্লিষ্ট কুখ্যাত এই যৌন কেলেঙ্কারির মামলায় তিন ধাপে প্রকাশিত নথিতে আরও নাম রয়েছে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যুক্তরাজ্যের প্রিন্স অ্যান্ড্রু, প্রয়াত পপ তারকা মাইকেল জ্যাকসন, জাদুশিল্পী ডেভিড কপারফিল্ড, প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংসহ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নাম। এপস্টেইনের প্রেমিকা বর্তমানে ২০ বছরের কারাদণ্ডের সাজা খাটছেন। নারী পাচারের অভিযোগে ২০২২ সালে তাঁকে এ সাজা দেওয়া হয়। অপর দিকে ২০১৯ সালে নারী পাচারের অভিযোগ ঘাড়ে নিয়ে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের একটি কারাগারে আত্মহত্যা করেন এপস্টেইন।

যৌন কেলেঙ্কারি

জেফরি এপস্টেইনের নির্দেশে বিভিন্ন সময় তাঁকে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে একান্তে সময় কাটাতে হয়েছিল

এপস্টেইনের যৌন কেলেঙ্কারির নথিতে স্টিফেন হকিংয়ের নামও আছে

নয়াদিল্লি (এজেন্সী): যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত নারী নিপীড়নকারী জেফরি এপস্টেইনসংক্রান্ত মার্কিন আদালতের নথিপত্রে পদার্থবিদ স্টিফেন হকিংয়েরও নাম উঠে এসেছে। এ নথিতে দেখা গেছে, হকিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভুল প্রমাণ করতে এপস্টেইন পুরস্কার প্রস্তাব করেছিলেন।

২০১৫ সালে এপস্টেইনের বিরুদ্ধে মামলা করেন ভার্জিনিয়া গুইফরি নামের এক নারী। তাঁর অভিযোগ, যৌন ব্যবসায় কাজে লাগানোর জন্য আরও কয়েকজন অল্প বয়সী নারীর সঙ্গে তাঁকেও পাচার করেছিলেন জেফরি এপস্টেইন ও তাঁর সহযোগী জিসলেন ম্যাক্সওয়েল। ওই সময় তিনি কিশোরী ছিলেন বলে জানান ভার্জিনিয়া।

২০১৯ সালে যৌন ব্যবসার নানা অভিযোগের বিচার শুরুর আগে কারাগারে আত্মহত্যা করেন এপস্টেইন। গত ডিসেম্বরে নিউইয়র্কের একটি আদালতের বিচারক এপস্টেইনের মামলার নথিগুলো প্রকাশের অনুমতি দেন। এ নথিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, যুক্তরাজ্যের প্রিন্স অ্যান্ড্রুসহ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নাম আসায় শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, বিশ্বজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়।

পিপল সাময়িকীতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নথিতে পদার্থবিদ স্টিফেন হকিংয়ের নামও এসেছে। নথি অনুযায়ী, এপস্টেইন ২০১৫ সালে তাঁর সহযোগী জিসলেন ম্যাক্সওয়েলকে একটি ই-মেইল পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাতে লিখেছিলেন, কেউ যদি হকিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভুল প্রমাণ করতে পারে, তবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

ই-মেইল থেকে জানা গেছে, হকিংয়ের বিরুদ্ধে এপস্টেইনের ব্যক্তিগত দ্বীপে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এ অভিযোগকে ভুল প্রমাণের চেষ্টা করছিলেন এপস্টেইন।

এটা উল্লেখ করা জরুরি, সুনির্দিষ্ট করে হকিংকে নিয়ে ভার্জিনিয়া গুইফরি কখনো সরাসরি অভিযোগ করেননি। তা ছাড়া হকিংকে কখনো কোনো যৌন কেলেঙ্কারির ঘটনায় অভিযুক্ত করা হয়নি।

২০০৬ সালের মার্চে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক সম্মেলনে যোগ দিতে হকিং এপস্টেইনের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্যারিবীয় দ্বীপ সফর করেছিলেন। তখন অনুষ্ঠানের নানা ছবিতে দেখা গেছে, এপস্টেইনের দ্বীপে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন হকিং। তার কিছুদিন আগেই এপস্টেইনের বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো অভিযোগ উঠেছিল। তবে নতুন প্রকাশিত ই-মেইলে এমন কোনো আলামত নেই, যার ভিত্তিতে হকিংকে দোষী বলা যাবে।

একই ই-মেইলে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বিরুদ্ধে ওঠা আলাদা একটি অভিযোগের প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছিল। সেখানেও এপস্টেইন দাবি করেছেন, ক্লিনটনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে।

ভার্জিনিয়া গুইফরি অভিযোগ করেছিলেন, জেফরি এপস্টেইনের নির্দেশে বিভিন্ন সময় তাঁকে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে একান্তে সময় কাটাতে হয়েছিল। তাঁদেরই একজন ব্রিটিশ প্রিন্স অ্যান্ড্রু। নিউইয়র্কের অভিজাত এলাকা ম্যানহাটানে এপস্টেইনের একটি বাসায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিন আইল্যান্ডে এপস্টেইনের ব্যক্তিগত দ্বীপে কিশোরী বয়সে প্রিন্স অ্যান্ড্রু তাঁকে নিপীড়ন করেছেন, এমনটাই অভিযোগ ভার্জিনিয়ার।

যদিও প্রিন্স অ্যান্ড্রু তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ বরাবর অস্বীকার করেছেন। জানিয়েছেন, ভার্জিনিয়া গুইফরির সঙ্গে কোনো ‘ভুল কাজ’ করেননি তিনি। এমনকি ভার্জিনিয়ার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কও ছিল না।

২০২২ সালে নারী পাচার ও যৌন ব্যবসার অভিযোগে জেফরি এপস্টেইনের সহযোগী জিসলেন ম্যাক্সওয়েলের ২০ বছরের কারাদণ্ড হয়।

ট্রিপলেট বেবির প্রথম জন্মদিন পালন উপলক্ষ্ণে রক্তদান শিবিরের আয়োজন

জলপাইগুড়ি ঃ ট্রিপলেট বেবির প্রথম জন্মদিন পালন উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন তিন যমজ শিশুর অভিভাবকরা। এই রক্তদান শিবিরকে ঘিরে রীতিমতো উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের বামনপাড়া এলাকায়। উপহার হিসাবে রক্তদানদের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে নারকেলের চারাগাছ। স্থানীয় বাসিন্দা অপু ও দীপ্তি পালের তিন যমজ শিশুর প্রথম জন্মদিন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একসঙ্গে তিন শিশুর জন্মের পর থেকেই তাদের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন তাদের বাবা মা। তবে তিন ভাই শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছে। তাদের প্রথম জন্মদিনের আনন্দে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন পাল দম্পতি। জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্ত সঙ্কট মেটাতেই তাঁদের এমন উদ্যোগ। কোনও শিশুর জন্মের সময় রাতে হাসপাতালে রক্তের অভাব না হয় এজন্য এই উদ্যোগ বলে জানান তিন শিশুর বাবা অপু পাল। এলাকার অনেক মানুষ এই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এসে রক্তদান করেন।

একের পর এক হাতির পায়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হচ্ছে এলাকাবাসীর

জলপাইগুড়ি ঃ বুধবার দুপুরে চালসা রেঞ্জের পানঝোরা জঙ্গলে হাতির হানায় দুই বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনার রেশ এখনো কাটে নি।তার মধ্যেই ফের হাতির হানায় এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো। জঙ্গলের ভিতরে জ্বালানির খড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে ফের হাতির হানায় মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃত মহিলার নাম লুৎফা বেগম (৩২)। বাড়ি মাল ব্লকের কুমরপাড়া এলাকায়। জানা যায়, শুক্রবার বিকেলে বড়দিঘি বিটের এসএস ৩ কম্পার্টমেন্টের জঙ্গলে ওই মহিলা জ্বালানির খড়ি সংগ্রহ করতে যায়। কোনভাবে ওই মহিলা হাতির আক্রমণে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মহিলার। শুক্রবার সন্ধ্যায় খবর পেয়ে লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার শুভ্র শঙ্ক দত্ত সহ মেটেলি থানার পুলিশ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে মহিলার দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য শনিবার জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে বলে মেটেলি থানা সূত্রে জানা যায়। উল্লেখ্য, গত ২ ডিসেম্বর একই কম্পার্টমেন্টে জ্বালানির খড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে নুরজাহান বেগম নামে অপর এক মহিলারও হাতির হানায় মৃত্যু হয়। বনদপ্তর সূত্রে জানা যায় যেহেতু জঙ্গলের ভিতরে মহিলার মৃত্যু হয়েছে তাই পরিবার কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না।

কোলকাতা থেকে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল চাকুলিয়া থানার পুলিশ

চাকুলিয়া ঃ চাকুলিয়ার খিখিটোলা এলাকায় যুবতী খুনের ঘটনায় কোলকাতা থেকে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল চাকুলিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার বাড়ি থেকে ১ কিলোমিটার দুরে একটি মাঠ থেকে নিখোঁজ যুবতীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় ইকবাল নামে যুবকের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার চাকুলিয়া পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোলকাতা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। এরপর কোলকাতা থেকে অভিযুক্তকে এনে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে তুললে বিচারক অভিযুক্তকে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গ্রেফতার বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান শংকর আঢ্য

কলকাতা ঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান শংকর আঢ্যকে। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত দীর্ঘ ১৭ ঘণ্টার ম্যারাথন তল্লাশীর পর বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান শংকর আঢ্যকে গ্রেফতার করলো ইডি। ইডি সূত্রে খবর রেশন দুর্নীতি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যদিও শংকর আঢ্যর স্ত্রী জ্যোৎস্না আঢ্য জানিয়েছেন, সকালে সাড়ে সাতটা থেকে তদন্তে সহযোগিতা করলেও রাত ১২ টা ১৫ নাগাদ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের একটি চিঠি এনে তাকে গ্রেফতার করে। চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

পুরো নিয়গে দুর্নীতি মামলায় জোকা ESI হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হলো ধৃত শংকর আড্ডকে

কলকাতা ঃ আজ ৬ ডিসেম্বর SSC গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডির ঐক্য মঞ্চের আজ অবস্থান বিক্ষোভের ৫০০ তম দিন পূর্তি হল এই উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হল অভিনব রূপে কলকাতার রাজপথে বঞ্চনার ৫০০ তম দিন পূর্তিতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নিজস্ব দপ্তরের বঞ্চিত রাজ্য গ্রুপ ডি কর্মপ্রার্থীদের ফাঁসি কি ভবিষ্যৎ এবং ২০১৭ রাজ্য গ্রুপ ডি ওয়েটিং কর্মপ্রার্থী এটি মুখ্যমন্ত্রী নিজস্ব দপ্তর মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ চাই অবিলম্বে এবং সরকার আমাদের বাঁচার অধিকার কেড়ে নিয়েছে যোগ্যরা আজ রাজপথে যন্ত্রণার ৫০০ দিন ধরে অযোগ্যরা চাকরি করছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আজও তারা আশাবাদী তাদের দ্রুতগতিতে নিযগে দেয়া হোক আজ গ্রুপ ডি এবং সির পক্ষ থেকে একটি ডেপুটেশন জমা দেয়া হবে রাজভবনে এবং নবান্নে একটি বিশেষ প্রতিনিধি টিম গিয়ে সেটিকে জমা করবে। সব ধরনের পুলিশের বিধি মেনে

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে ৪৪ তম 'উৎসর্গ' রক্তদান শিবিরের

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে ৪৪ তম 'উৎসর্গ' রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মেডিকেল আউট পোস্টে। শনিবার সকাল থেকেই মেডিকেল আউট পোস্টে এই শিবিরকে ঘিরে উন্মাদনা দেখা গিয়েছে পুলিশ কর্মীদের মধ্যে। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের এডিসিপি শুভেন্দু কুমার। এই রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে এরাই ব্লাড ব্যাংক এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ২১০ ইউনিট রক্ত তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও বেশ কিছু স্কুল পড়ুয়ার হাতে স্কুল ব্যাগ এবং গরিব দুস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

সূর্যনগর ফেনস ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্দ্যোগে এক বেসরকারী নার্সিং

কলকাতা ঃ সূর্যনগর ফেনস ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্দ্যোগে এক বেসরকারী নার্সিং হোমের সহযোগিতা ফেনস ইউনিয়নের ক্লাব ঘরে একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হলো।এই শিবিরে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পরার মোতন।ব্লাড পেসার, সুগার থেকে বিশিষ্ট চিকিৎসকের দারা স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল এখানে।উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সম্পাদক মদন ভট্টাচার্য্য সভাপতি অমর চন্দ্র পাল সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা।

২৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্দ্যোগে এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের সহযোগিতায় ওয়ার্ড উৎসব নব আনন্দে জাগো উৎসব

শিলিগুড়ি ঃ ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্দ্যোগে এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের সহযোগিতায় ওয়ার্ড উৎসব নব আনন্দে জাগো উৎসব ৬ই জানুয়ারি থেকে ১৪ই জানুয়ারি পর্যন্ত নানান ক্রিড়া মুলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।উৎসবের শুরুর আগে প্রাক্তন পুরপিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণ চন্দ্র পালে মূর্তিতে মাল্যদান করে সূর্যনগর মাঠের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সুচনা করেন শিলিগুড়ি শহরের মহানাগরিক গৌতম দেব।রঙ্গিনময় এই শোভাযাত্রায় একটি গাছ একটি প্রাণ, জল অপচয়, নদী দুষণ, প্লাস্টিক কেরি ব্যাগ বন্ধের প্লেকার সহ বেলুন সব কিছুই ছিল এই শোভাযাত্রায়।২৩ নম্বর ওর্য়াডের বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে শোভাযাত্রা ওর্য়াড কার্যালয়ে শেষ হয়।

মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে গ্রামীণ এলাকাগলিকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার - বেচারাম মান্না

মালদা ঃ মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে গ্রামীণ এলাকাগলিকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে প্রযোজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এজন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত প্রতিনিধি থেকে শুরু করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকেও কাজে লাগানো হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গই হবে সেরা । এই লক্ষ্যেই শুরু হয়েছে মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের কাজ । শুক্রবার বিকালে মালদা জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত স্তরের প্রতিনিধি এবং জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে পরিষেবা প্রদানমূলক একটি কর্মসূচিতে এসে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বেচারাম মান্না। এদিন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা ও পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বেচারাম মান্না । তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ সহ জেলা পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের কর্তারা। এদিন মালদা জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সদস্যদের সম্বর্ধনা জানানো হয় । প্রতিটি গ্রামীণ এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে কঠিন বর্জ্য পদার্থ থেকে জৈব সার প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্পের কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। সেক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকার পঞ্চায়েত প্রতিনিধি থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের উৎসাহিত প্রদান করার ক্ষেত্রে এদিন এই আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা জানানো হয়। রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের অন্তর্গত মিশন নির্মল বাংলা যে প্রকল্প রয়েছে, তার মাধ্যমে কাজের গতি আনার ক্ষেত্রে এদিন এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু এই কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধি, আধিকারিকেরা রয়েছেন । সেই জন্য তাদেরকে এ ষদিন সংবর্ধনাও জানানো হয়। এছাড়াও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীন এলাকায় ইতিমধ্যে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি কেও কাজে লাগানো হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বেচারাম মান্না আরো বলেন, এই স্বচ্ছ ভারত মিশল প্রকল্পের এখনো পর্যন্ত ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা রয়েছে আমাদের হাতে। সেই টাকা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে দ্রুত খরচ করা যায়, সে ব্যাপারেও প্রযোজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিবছরই কেন্দ্র সরকার স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে পুরস্কৃত করে থাকে। যার থেকে বাদ নেই পশ্চিমবঙ্গ। এবারেও স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পই হবে দেশের সেরা । যার ফলে গ্রামীন এলাকায় পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগিয়ে এই প্রকল্পের কর্মসূচি দ্রুত শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আহত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার পথে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে

কোচবিহার ঃ বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আহত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার পথে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। কোচবিহার থেকে দিনহাটা যাওয়ার পথে মোরা পোড়া চৌপতিতে তাকে আটকে দেয় পুলিশ। সেখানেই রাস্তায় বসে পড়েন সুকান্ত মজুমদার সহ বিজেপির নেতৃত্বরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। অভিযোগ পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী দিনহাটার আহত মন্ডল সভাপতি ঈশ্বর দেবনাথ এর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন সুকান্ত মজুমদার। নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুলে সুকান্ত মজুমদারকে দিনহাটা যেতে বাধা দেয় পুলিশ। সুকান্ত মজুমদারকে পুলিশ বাধা দিলে মোরা পোড়া চৌপতিতেই বসে পড়েন সুকান্ত মজুমদার সহ বিধায়করা। তৃণমূল কংগ্রেস এবং পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় বিজেপি কর্মীরা। গত ২৩ শে ডিসেম্বর ঈশ্বর দেবনাথের বাড়িতে খুলি বৈঠক চলা কালীন তৃণমূল হামলা চালায়। সেই হামলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হন বিজেপির মন্ডল সভাপতি ঈশ্বর দেবনাথ।

দুই পরিবারের মারপিটে যখম দুই পরিবারের ৬ জন

ইটাহার ঃ জমি বিবাদ কে ঘিরে দুই পরিবারের মারপিটে যখম দুই পরিবারের ৬ জন । এদিন ঘটনাটি ঘটে ইটাহার থানার সুরুন এক অঞ্চলের সুরুন বাজার এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দা জাকির হোসেন, আব্দুল খালেক, কাকা জেঠাতো ভাই তাদের বাড়ির ৪ শতক বশত ভিটাকে নিয়ে দীর্ঘ দিনের গন্ডগোল। শনিবার আবারো জমি বিবাদ কে ঘিরে কথা কাটাকাটি হতে লাঠি সোটা নিয়ে দুই পরিবারের মারপিটে যখম দুই পরিবারের মহিলা সহ ছয় জন। স্থানীয় বাসিন্দারা যখম ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ইটাহার ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরে আনলে তাদের রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে পাঠায়। দুই পরিবার তাদের ৪ চার শতক বশত ভিটা দাবি করে ইটাহার থানায় লিখিত আকারে জানান ইটাহার থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আমি তোমাদেরই টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এমনটাই জানালেন মেয়র গৌতম দেব

কলকাতা ঃ দিন এগোচ্ছে,কমছে ফোনের সংখ্যা।হয়তো মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারছেন তারা,সেই জন্যই ফোনে অভিযোগের সংখ্যা কমছে।শনিবারের টক টু মেয়র কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনটাই জানালেন মেয়র গৌতম দেব। প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ টি,বা তার অধিক ফোন তিনি নিয়েছেন শুনেছেন অসুবিধার কথা।শুধু তাই নয়, দায়িত্ব নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করেছেন তিনি। সময়ের সাথে সাথে কমছে ফোনের সংখ্যা।শনিবারের টক টু মেয়র মাত্র ১৩ টি ফোন এসেছে মেয়র এর কাছে। আর তাতেই বোঝা যাচ্ছে শহরে সমস্যা অনেকটাই নিরসন করতে পেরেছেন তিনি। তবে বাগরাকোট রেল ক্রসিং নিয়ে চিন্তিত তিনি।কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় তা নিয়ে একাধিক ভাবনা নিয়েছেন তিনি।ফ্লাইওভার সম্ভব না হলেও মানুষের পায়ে হেটে যাতায়াতের জন্য ফুট ওভারব্রিজ করার ভাবনা নিয়েছেন তিনি। তিনি জানান,বহু ছাত্রছাত্রী এই পথ দিয়ে যাতায়াত করে। রেল ক্রসিংয়ের বর্তমান অবস্থার জন্য মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাদের।দ্রুত এই সমস্যার সমাধানের কথা জানান তিনি।।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসকমিউনিকেশন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা মহিলাদের ঋতু চক্রের সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসকমিউনিকেশন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা মহিলাদের ঋতু চক্রের সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গ্রহণ করা হয় এক উদ্যোগ। এদিন শিলিগুড়ির হাতিয়া ডাঙায় সূর্য নগর সমাজ কল্যাণ প্রাঙ্গণে, শিলিগুড়ি লাইন্স ক্লাবের সহযোগিতায় এই ক্যাম্পেইনটি আয়োজিত করা হয়।

এদিন সেই এলাকার মহিলাদের ঋতু চক্রের সময় কি কি করা প্রয়োজন এই বিষয়ে তাদের সচেতন করার পাশাপাশি প্রায় ১০০জন মহিলাদের হাতে স্যানিটারি ন্যাপকিন তুলে দেওয়া হয়।

শাহজাহান রা জেলের ভয় পায় না এক শাহাজান জেলে যাবে ,হাজার শাহজান তৈরি হবে ২০২৩ সালে ৩০শে ডিসেম্বর শনিবার বসিরহাটের বিজেপি নেতা কর্মীদের লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি সভায় এসে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা মৎস্য ও প্রাণী কর্মদক্ষ শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধ রীতিমতো হুমকি দিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। সন্দেশখালি শেখ শাহজাহানের নামে একটা গুন্ডা আছে যার মাদার তিনটে মার্ডার কেসে নাম আছে রাজ্যের পুলিশ এফআইআর নাম সরিয়ে দিয়েছে কতগুলো ১৪৯ একর জমি একোয়ার করেছে জোর করে জমি দখল করে দুটো ট্রাস্টে বানিয়েছে। ওর নামটা আমার কাছে আছে এর আগে যার যার নাম করেছিলাম জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জেলে গেছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় গেছে সহ একাধিক বিধায়ক মন্ত্রী জেলে আছে। এবার শেখ শাহজাহানের নাম আছে জোর করে সন্দেশখালিতে জমি দখল করা দুটো ট্রাস্টের নামে বিপুল সম্পত্তি তৈরি করেছে সন্দেশখালি বেশ কিছু বিজেপি নেতা আমার কাছে মেসেজ করেছে এটা আমি দেখব নাম করে শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে প্রকাশ্য জনসভায় হুমকি দিয়েছেন।এবার ঠিক উল্টো পথে হাঁটলেন সন্দেশখালি শেখ শাহজাহান লোকসভা ভোটের প্রস্তুতিতে সন্দেশখালি ত্রিমোহিনী লাগাওয়া একটি মাঠে প্রকাশ্য জনসভায় রীতিমতো বিজেপি নেতাকর্মীদের হুমকি দেন তিনি বলেন আমাদের নমনীয়তা কেউ যেন দুর্বলতা না ভাবেন যেসব বিজেপি নেতাকর্মী সমর্থকরা তলে তলে, কাঁথির ছোট বাবু সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সন্দেশখাল ছোট করছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে কাঁথি একটি বুনো মোষ যা ইচ্ছা তাই আমার নামে বলছে। আমরা শান্তি প্রিয় মানুষ তৃণমূলের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব মানুষ প্রকল্প সুবিধা পাচ্ছে। তারা তলে তলে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন সাবধান করে দিচ্ছি সন্দেশখালিতে এইসব হবে না নির্বাচনের পরে আমরা দেখে নেব আমরা এতদিন বদলানায় বদল চেয়ে ছিলাম এবার বলছি বদলা হবে। কেউ ইট মারলে পাটকেল খাবে। আমরা এবার ছেড়ে দেবো না। আমাদের ইডি সিবিআই ভয় দেখিয়ে লাভ নেই আমার একটি পশম ছিড়তে পারবেনা শুভেন্দু অধিকারী। চাঁচলে সোনার দোকানের ডাকাতি ঘটনায় লিংক মেনের গ্রেফতারের পর ডাকাত দলের মধ্যে একজনকে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার চাঁচল থানার পুলিশ।

এই মুহূর্তের সবথেকে বড় খবর চাঁচলে সোনার দোকানের ডাকাতি ঘটনায় লিংক মেনের গ্রেফতারের পর ডাকাত দলের মধ্যে একজনকে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার চাঁচল থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম দীপক কুমার দাস(২৪)।পঁচিশে ডিসেম্বর বড়দিনে ঘটেছিল সোনার দোকানে দু-সাহসিক ডাকাতি।ঘটনার ১১ দিন পর ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার করল চাঁচল থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই যুবক ডাকাতিতে সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। গ্রেপ্তারের পর শনিবার দিন চাঁচল থানার পুলিশ ওই যুবক কে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করে এবং তদন্তের স্বার্থে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করেছেন পুলিশ বলে সূত্রে খবর ।জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা।

চোর ধরো জেল ভরো' স্লোগান কে সামনে রেখে জলপাইগুড়িতে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল

জলপাইগুড়ি ঃ 'চোর ধরো জেল ভরো' স্লোগান কে সামনে রেখে জলপাইগুড়িতে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল।এদিন সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে জলপাইগুড়ি শহরে এই মিছিল শুরু হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ এবং বিধায়ক সহ বহু বিজেপি নেতাকর্মীরা।বর্তমান রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা নয় ছয় হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া টাকা রাজ্যের সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন না। তৃণমুলের প্রথম সারির নেতারা দুর্নীতিতে ভরে গেছে। তারা অনেকেই গরু চুরি,কয়লা চুরি, চাকুরি চুরি, বালু চুরি করছেন তারই প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি শহরের রাজপথে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি শহরের নেতাজী মর্ডান ক্লাবের মাঠ থেকে শুরু হয়ে জেলা পার্টি অফিসে গিয়ে শেষ হয়।

ট্রাক্টরের ধাক্কায় আহত ৬ স্কুল ছাত্রী সহ এক মহিলা,ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

মালদা ঃ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাক্টরের ধাক্কায় জখম ৬ জন স্কুলছাত্রী।সঙ্গে আহত হয়েছেন চায়ের দোকানদার।শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার বাজিতপুর এলাকায়।স্থানীয়রা রতুয়া ভালুকা রাজ্য সরক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। অবশেষে রতুয়া থানা এবং ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে রতুয়ার ভালুকা রাই মোহন মোহিনী মোহন বিদ্যাপীঠের ৬-৭ স্কুলছাত্রী রতুয়া ভালুকা রাজ্য সড়ক হয়ে বাড়ি ফিরছিল। প্রত্যেকের বাড়ি বাজিতপুর এলাকায়। বাজিতপুর কলোনি এলাকায়।রতুয়া থেকে ভালুকাগামী একটি ইট ভাটার ট্রাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের ধাক্কা মেরে সোজা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে।৬ জন ছাত্রীসহ আহত হয়েছেন চায়ের দোকানদারও। স্থানীয়রা আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় ভালুকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। চায়ের দোকানদারকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হলেও ৬ জন ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজন হওয়ায় তাদের মালদা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনা পর ঘাতক গাড়ি সহ চালককে আটক করে রাখে স্থানীয় বাসিন্দারা। চালককে চলে গণধোলাই।স্থানীয় বাসিন্দারা রতুয়া ভালুকা রাজ্য সরকার অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রতুয়া থানা এবং ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ। প্রায় দু'ঘণ্টা অবরোধ চলার পর পুলিশি হস্তক্ষেপে উঠে অবরোধ। রতুয়া থানা পুলিশ চালককে আটক করে নিয়ে যায় থানায়। তবে ঘাতক ট্রাক্টর আটক করে রাখে স্থানীয় বাসিন্দারা।তাদের দাবি ইট ভাটার মালিক যতক্ষণ পর্যন্ত ঘটনাস্থলে আসছেন না তারা ঘাতক ট্রাক্টর ছাড়বে না।

আজকের দিনটি

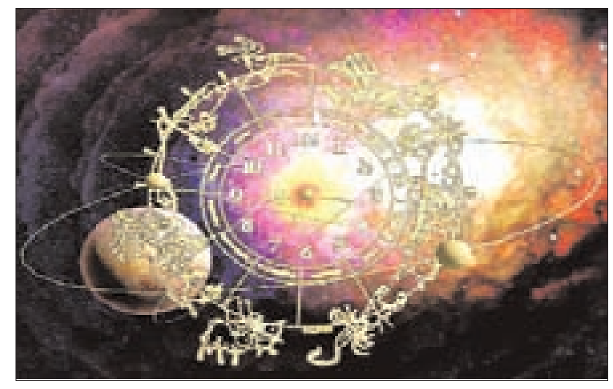

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ইডি আধিকারিকদের ওপর চড়াও হয় তৃণমূল নেতার অনুগামীরা

কলকাতা ঃ রেশন দুর্নীতির তদন্তে উত্তর ২৪ পরগনায় ফের অভিযানে নামল ইডি। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ২ তৃণমূল নেতার বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে পৌঁছে যায় ইডি। সাতসকালে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের সরবেড়িয়ার বাড়িতে পৌঁছে যান ইডির আধিকারিকরা। শেখ শাহজাহান উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষের পাশাপাশি সন্দেশখালি ১-এর ব্লক সভাপতি।

ইডি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেখ শাহজাহানের বাড়ির সামনে তাঁর অনুগামীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। কেন না জানিয়ে ইডির হানা, প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখ্যন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। ইডি আধিকারিকদের ওপর চড়াও হয় তৃণমূল নেতার অনুগামীরা। ইডির আধিকারিকদের মারধর শুরু করতে শুরু করে তৃণমূল নেতার অনুগামীরা। ধাওয়া করে ইডি আধিকারিকদের এলাকা ছাড়া করা হয়। ভাঙচুর করা হয় ইডি আধিকারিকদের গাড়ি। দুজন ইডি আধিকারিক আক্রান্ত বলে জানা গিয়েছে। খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয় সংবাদমাধ্যমও, ভাঙা হয় ক্যামেরা, গাড়ি।

সবুজ সাথী সাইকেলে রাম মন্দির দর্শনে অযোধ্যার অভিমুখে

অযোধ্যা ঃ লুকসান থেকে সবুজ সাথীর সাইকেল চালিয়ে রাম মন্দির দর্শনে অযোধ্যার পথে পাড়ি দিলেন ১৮ বছরের যুবক মানব বিশ্বাস। আগামী ২২ জানুয়ারি মন্দিরের উদ্বোধনের আগেই নিজের আশা পূরণে সাইকেলে সওয়ার হয়ে অযোধ্যায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

মানব বিশ্বাসের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। অল্প বয়সেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে তিনি দিনমজুরের কাজে যোগ দেন। অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হলে থেকেই তিনি মোবাইল ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে এ বিষয়ে খোঁজখবর রাখতে শুরু করেন।

ট্রেন বা প্লেন অথবা বাস থাকতে সাইকেলে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মানব বিশ্বাস বলেন কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। ভগবানকে পেতে হলে এটুকু কষ্ট তো করতেই হবে।

তার যাত্রাপথের খরচ জোগাতে বন্ধুরা চাঁদা তুলেছে। সেই টাকা নিয়েই তিনি অযোধায় যাচ্ছেন। মানব বিশ্বাসের মা মালতী মণ্ডল বিশ্বাস বলেন ছেলে খুব ছোট থেকেই রাম ভক্ত। মোবাইলে রামায়ণ ও মহাভারত সব কিছুই দেখে ফেলেছে। ভগবান রামের স্তোত্রও ওঁর মুখস্থ।

১৭ নম্বর ওর্য়াড উৎসব উন্মেষ

শিলিগুড়ি ঃ ৫ই জানুয়ারি শুক্রবার থেকে শুরু হোল ১৭ নম্বর ওর্য়াড উৎসব উন্মেষ।এই উৎসবের সুচনা পর্বে উপস্থিত শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী থেকে শুরু করে মেয়র গৌতম দেব ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার মেয়র পারিষদ সহ বোড়ো চেয়ারম্যান একাধিক কাউন্সিলরেরা পতাকা উত্তল, বেলুন উড়িয়ে ও শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে পায়রা উড়িয়ে উন্মেষ২৪ এর যাত্রা শুরু হলো চলবে আগামী ২১শে জানুয়ারি পর্যন্ত।শিলিগুড়ি কলেজ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় টেবলো কলকাতা শহরে অতিয্য হাতে টানা রিক্সা থেকে কঁচিকাক্রিড়া মূলক খেলা ছাড়াও রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।২১শে জানুয়ারি শহরের মেয়র শহর বিশিষ্টজনেদের নিয়ে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার মধ্যে শেষ হবে ওর্য়াড উৎসব ।

বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান শংকর আঢ্যের বনগাঁর শিমুলতলার বাড়ি

বনগাঁ ঃ বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান শংকর আঢ্যের বনগাঁর শিমুলতলার বাড়ি স হ তার শশুর বাড়ি, ভাই মলয় আঢ্যের আইচ ক্রিম কারখানা এবং শংকর আঢ্যের কর্মচারী অমিত ঘোষের বনগাঁর বসাকপাড়ায় চলছে ইডি হানা। সকাল সাড়ে ৭ নাগাদ ইডি আধিকারিকেরা কন্ডগু জওয়ানদের নিয়ে হানা দেয়। যদিও কি বিষয়ে এই হানা তা এখনও জানা যায়নি।

হাওড়া পুরসভার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে হাঁসখালি পোলে হরেকৃষ্ণ নগরে আজ সকালে স্কুল থেকে দাদুর টোটোয়

হাওড়া ঃ হাওড়া পুরসভার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে হাঁসখালি পোলে হরেকৃষ্ণ নগরে আজ সকালে স্কুল থেকে দাদুর টোটোয় চেপে বাড়ি ফিরছিল নার্শারি ক্লাসের ক্ষুদ্র পড়ুয়া রুপক মালিক। রাস্তা এতটাই খারাপ যে সেই টোটো উল্টে কুঁড়ির মত শিশুর প্রাণ ঝরে গেল। টোটো চালক অর্থাৎ শিশুটির দাদু গণেশ খাস্কিল পা ভেঙে হাসপাতালে ভর্তী। ঘটনা সুত্রে জানা যায় এবছরেই শিশুটি একটি বেসরকারী স্কুলে ভর্তী হয়। স্কুল ছুটি হলেও তাকে তার দাদু নিজের টোটোয় করে বাড়ি আনছিল। কিন্তু এলাকার রাস্তা খারাপ হওয়ায় টোটোটি দুর্ঘটনার কবলে পরে। তখনই টোটোটি রাস্তায় উলটে যায় এবং শিশুটি টোটোর নীচে চাপা পরে যায়। তরিঘরি এলাকার লোক ছুটে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং সার্জিকাল ওয়ার্ডে ভর্তী করা হয়। কিন্তু

জলপাইগুড়ি করলা নদীতে দেদার বালি পাচার

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়িতে বেআইনিভাবে নদী থেকে বালি উত্তোলনের অভিযোগ উঠেছে। জেলাজুড়ে এই অভিযোগ নতুন নয়। তবে, সম্প্রতি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন আসামমোড় সংলগ্ন করলা নদী থেকে সারি সারি ট্রাক্টর দাঁড়িয়ে নদীতে বালি তোলার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। এই দৃশ্য প্রকাশ্যে আসার পর তীব্র নিন্দা করেছেন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের কর্মী থেকে বিজেপি জেলা সভাপতি এবং সংসদ জয়ন্ত কুমার রায়। জেলা বিজেপি সভাপতি বাপি গোস্বামী অভিযোগ করেন, সারা রাত ধরে ডুয়ার্স এবং জেলা জুড়ে বেআইনি বালি ও পাথর বোঝাই ডাম্পারের দৌরাত্ম্য। জলপাইগুড়ি, করলা, তিস্তা, যমুনা, পাঙ্গা নদী সহ বিভিন্ন নদী থেকে ট্রাক্টর এবং লরি নামিয়ে অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে। এই কাজে পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশ যুক্ত বলে তিনি অভিযোগ করেন।

জেলা প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি নেতা। তিনি বলেন, জাতীয় সড়কের পাশে এভাবে দিনের আলোয় একাধিক ট্রাক্টার নদী থেকে বালি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এই বেআইনি বালি পাচারের সাথে পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশ যুক্ত বলে এভাবে দিনে দুপুরে নদী থেকে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। বেআইনি বালি বোঝায় ট্রাক্টর জলপাইগুড়ি শহরের মধ্য দিয়েই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

তৃণমূলের এসসি এসটি ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি এবং কঙ্খত্ত্বক সদস্য কৃষ্ণ দাস পাল্টা বলেন, যদি বিজেপির অভিযোগ থাকে তাহলে নির্দিষ্ট নাম ধরে মামলা করুক। তবে, বালি তৃণমূল কিন্তু খায় না। কোন না কোন কাজেই এই বালি মানুষেরই কাজে লাগছে।

জঙ্গলে হঠাৎই আগুন,চিন্তায় বনবস্তিবাসী

জলপাইগুড়ি ঃ গত কয়েকদিন ধরে আগুন জ্বলছে জঙ্গলে অথচ কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই বন দপ্তরের বলে অভিযোগ। জলপাইগুড়ি বৈকন্ঠপুর জঙ্গলের বেলাকোবা রেঞ্জের বোদাগঞ্জ সংলগ্ন নধাবাড়ি এলাকার জঙ্গলের ঘটনা। নজরদারিতে বনদপ্তরের ভূমিকায় যেমন প্রশ্ন উঠছে ঠিক তেমনি ক্ষোভ ছড়িয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। বৈকন্তপুর জঙ্গলে আগুন লাগার ঘটনা নতুন কিছু নয়। এর আগেও প্রায়শয় জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায় আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। কিন্তু কোন বারই সঠিক সময়ে বনকর্মীরা পৌঁছায় না। এবারও ঠিক তাই। গ্রামবাসীদের অভিযোগ গত কয়েকদিন ধরে নধাবাড়ি এলাকায় জঙ্গলে আগুন জ্বলছে অথচ আগুন নেভানো তো দূরের কথা বনকর্মীদের পাত্তাই নেই। সেক্ষেত্রে জঙ্গলে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়েও।

জঙ্গলে আগুন লাগার এই ঘটনায় একাধিক বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি বেলাকোবার রেঞ্জার চিরঞ্জিত পাল বলেন, আগুন লাগার ঘটনাটি সাংবাদিকের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। জানার সাথে সাথেই আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে দেই। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। মাঝেমধ্যেই জলপাইগুড়িতে জঙ্গলে এভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়।ঘটনার তদন্তে বনদপ্তর।

জলপাইগুড়ির বেলাকোবায় রিসাইকেল প্রজেক্ট ঘিরে ক্ষোভ বাসিন্দাদের। দূষণের আশঙ্কায় প্রজেক্ট বন্ধ করার দাবী গ্রামবাসিদের। দাবী মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারি গ্রামবাসিদের।

জানা গেছে, জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা সংলগ্ন কালুয়াবাড়ি এলাকায় একটি রিসাইকেল প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় দশ বিঘা জমি নিয়ে এই প্রজেক্টটি হবে। সেই মতো সীমানা দেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। তবে গ্রামবাসিদের অভিযোগ তাদের না জানিয়েই এই কাজ শুরু করা হয়েছে। তাদের আশঙ্কা, এই প্রজেক্ট সম্পূর্ণ ভাবে চালু হলে আশপাশ এলাকায় পাচঁ-ছয়টি গ্রাম , বেশ কয়েকটি সরকারি স্কুল, কলেজ এবং বেলাকোবার মতো জনপদ এলাকাও দূষণের কবলে পরতে পারে। দুর্গন্ধ থেকে রোগভোগ ছড়ানোরও আশঙ্কা তাদের এমনকি কৃষিতেও সমস্যা দেখা যেতে পারে। তাই অবিলম্বে এই প্রজেক্ট বন্ধের দাবী গ্রামবাসিদের।

ইতিমধ্যে এনিয়ে সারিয়াম কালিবাড়ি এলাকার একটি মাঠে আলোচনা করেন গ্রামবাসিরা। সেখানে আশেপাশের গ্রামের বাসিন্দারাও উপস্থিত হন। আর সেখান থেকে কার্যত এই প্রকল্প বন্ধের দাবী ওঠে। গ্রামবাসিরা আরও দাবী করে জানান, এই প্রকল্প নিয়ে তাদের আশঙ্কা আগেই ছিল, তাই মালিক পক্ষের সাথে একটি চুক্তিও করেছেন তারা। যেখানে বলা ছিল কোনো রকম পরিবেশ দূষিত কাজ বা প্রকল্প করবেন না। কিন্তু অভিযোগ, সেই চুক্তিকে আগ্রাহ্য করে মালিকপক্ষ জোর খাটিয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করার দিকে এগোচ্ছেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক অফিস, জেলা অফিস এমনকি থানাতেও সমস্যার বিষয়টি জানিয়েছেন বলে গ্রামবাসিদের দাবী। এদিকে মালিক না থাকায় প্রজেক্টর কাজ করার কোনো ব্যাক্তিই ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে রাজি হন নি। অন্যদিকে প্রশাসন থেকে অবশ্য কেউই কিছু খোলাসা করে জানাচ্ছেন না। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাপীয়া সরকারের বক্তব্য, এই প্রজেক্টর ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। তবে জনগণ যা চাইবেন সেই দিকেই তিনি থাকবেন বলে জানান। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এত বড়ো কাজ হচ্ছে অথচ প্রধান কি সত্যিই জানবে না, নাকি জেনেও জানাবেন না। কিছুদিন আগে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে গণস্বাক্ষর করে প্রধানকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। এরপরও তিনি কিছু জানেন না? প্রশ্ন এটাই?এখন দেখার আগামীদিনে কি হয়।

কোম্পানির মালিক মুকেশ গুপ্তাকে ফোন করা হলে তিনি জানান আমরা সরকারি সমস্ত পারমিশন নিয়ে কাজ শুরু করেছি। তবে জনবসতি এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড ও রিসাইকেলের পারমিশন পেল কি করে? যেখানে প্রধান বলছে কিছুই জানেন না?

বেআইনিভাবে নদী থেকে বালি উত্তোলনের অভিযোগ উঠেছে

জলপাইগুড়িঃ জলপাইগুড়িতে বেআইনিভাবে নদী থেকে বালি উত্তোলনের অভিযোগ উঠেছে। জেলাজুড়ে এই অভিযোগ নতুন নয়। তবে, সম্প্রতি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন আসামমোড় সংলগ্ন করলা নদী থেকে সারি সারি ট্রাক্টর দাঁড়িয়ে নদীতে বালি তোলার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। এই দৃশ্য প্রকাশ্যে আসার পর তীব্র নিন্দা করেছেন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের কর্মী থেকে বিজেপি জেলা সভাপতি এবং সংসদ জয়ন্ত কুমার রায়। জেলা বিজেপি সভাপতি বাপি গোস্বামী অভিযোগ করেন, সারা রাত ধরে ডুয়ার্স এবং জেলা জুড়ে বেআইনি বালি ও পাথর বোঝাই ডাম্পারের দৌরাত্ম্য। জলপাইগুড়ি, করলা, তিস্তা, যমুনা, পাঙ্গা নদী সহ বিভিন্ন নদী থেকে ট্রাক্টর এবং লরি নামিয়ে অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে। এই কাজে পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশ যুক্ত বলে তিনি অভিযোগ করেন।

জেলা প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি নেতা। তিনি বলেন, জাতীয় সড়কের পাশে এভাবে দিনের আলোয় একাধিক ট্রাক্টার নদী থেকে বালি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এই বেআইনি বালি পাচারের সাথে পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশ যুক্ত বলে এভাবে দিনে দুপুরে নদী থেকে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। বেআইনি বালি বোঝায় ট্রাক্টর জলপাইগুড়ি শহরের মধ্য দিয়েই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

তৃণমূলের এসসি এসটি ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি এবং কঙ্খত্ত্বক সদস্য কৃষ্ণ দাস পাল্টা বলেন, যদি বিজেপির অভিযোগ থাকে তাহলে নির্দিষ্ট নাম ধরে মামলা করুক। তবে, বালি তৃণমূল কিন্তু খায় না। কোন না কোন কাজেই এই বালি মানুষেরই কাজে লাগছে।

সন্দেশখালীর ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়

কোচবিহার ঃ কোচবিহারের সাংগঠনিক বৈঠকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আজ সকালে আলিপুরদুয়ার থেকে সোজা কোচবিহারে আসেন সুকান্ত মজুমদার। কোচবিহারে এসে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর বিজেপির দলীয় কার্যালয় বিজেপির বিভিন্ন জেলা নেতৃত্ব এবং বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসেছেন তিনি। সুকান্ত মজুমদার কোচবিহারে এসে সন্দেশখালিতে ইডির গাড়িতে হামলার ঘটনা নিয়ে বলেন, সন্দেশখালীর ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে রোহিঙ্গাদের প্রৎসাহ দিচ্ছে তাতে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশের অভ্যন্তরী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপদজনক।

পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নত নিকাশী নালার তৈরীর ক্ষেত্রে উদ্যোগী হলো উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু

মালদা ঃ পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নত নিকাশী নালার তৈরীর ক্ষেত্রে উদ্যোগী হলো উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। শুক্রবার সাংসদ তহবিলের প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২১টি নিকাশী নালা নতুন করে তৈরীর শুভ শিলান্যাস কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো । এদিন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর উপস্থিতিতে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিমল দাস কলোনি এবং বালাসাহাপুর এলাকায় নতুন করে এই নিকাশী নলার তৈরীর শিলান্যাস কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সাংসদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদার বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা, সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাম্পি দাস, পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা রাজবংশী প্রমুখ।

উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু জানিয়েছেন, পুরাতন মালদা এবং ইংরেজবাজার শহরকেন্দ্রিক সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতটি গড়ে উঠলেও, এখানে দীর্ঘদিন ধরে উন্নত নিকাশী নালার সমস্যা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা নিকাশী নালা তৈরীর ক্ষেত্রে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে সাংসদ তহবিলের বরাদ্ধ ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ২১টি নিকাশী নালা তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন সেই কাজের শুভ শিলান্যাস করা হয়েছে।

রেল লাইনের ধার থেকে এক অজ্ঞাত পরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ

চাকুলিয়া ঃ রেল লাইনের ধার থেকে এক অজ্ঞাত পরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার হাটোয়ার এলাকায়। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে স্হানীয়রা ওই ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় চাকুলিয়া থানার পুলিশ ও রেলের আরপিএপ জওয়ানরা। স্হানীয়দের অনুমান ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

পূজার পর মিষ্টি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উদযাপন করলেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা

আলিপুরদুয়ার। তৃণমূল কর্মী ও নেতৃত্বদের পক্ষ থেকে শুক্রবার কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। এদিন হাসিমারা সহ বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মী ও নেতৃত্বরা মন্দিরে পুজো দিয়ে এবং পথ চলতি মানুষদের মিষ্টিমুখ করে এই দিনটি পালন করেন। হাসিমারা এলাকায় সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কমলা দেবী শাহ,তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি কৈলাস বিশ্বকর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীদের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপন হয়।

প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি হাই স্কুলের ৭৫ তম বর্ষ উদযাপন চলছে সারা বছর ধরে। সেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সূচনা হল শুক্রবার। স্কুল ছাত্র, প্রাক্তন ছাত্র, অভিভাবক, অভিভাবিকাদের উপস্থিতিতে এই বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা করা হয়। যেখানে ছিল বিভিন্ন ট্যাবলো। সেখানে ছাত্ররা অংশ গ্রহণ করেন। এনসিসি, বিভিন্ন প্রদর্শনী, বাজনা সমন্বয়ে গোটা ময়নাগুড়ি পরিক্রমা করে এই রেলি। জানা যায়, ৭৫ তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে যে সমাপ্তি অনুষ্ঠান তা আগামী ৮ ও ৯ জানুয়ারি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী বুলু চিক বরাইক সহ বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিরা। এদিন ময়নাগুড়ি সারা শহর পরিক্রমা করে এই শোভা যাত্রাটি।

ওভারলোড বালি পাথর বোঝাই ডাম্পার আটকে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

শিলিগুড়ি ঃ ওভারলোড বালি পাথর বোঝাই ডাম্পার আটকে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন চম্পাসারী এলাকায় ওই ডাম্পার গুলিকে আটকে বিক্ষোভ দেখায় বাসিন্দারা। অভিযোগ দিনের পর দিন ওই ওভারলোড ডাম্পার কে ঘিরে এলাকায় পথ দুর্ঘটনা বাড়ছে।

একাধিকবার পুলিশকে জানালেও পুলিশ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এদিন ডাম্পার গুলিকে আটকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় প্রধাননগর থানার পুলিশ।পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পশ্চিমবঙ্গের টাঙ্গাইল, গরদ এবং কোরিআলি এই তিন ধরনের শাড়ি জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) তকমা পেয়েছে

মালদা ঃ পশ্চিমবঙ্গের টাঙ্গাইল, গরদ এবং কোরিআলি এই তিন ধরনের শাড়ি জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) তকমা পেয়েছে । কিন্তু এবার মালদার তাঁত শিল্পীরা খাদি শিল্পের ওপর জিআই তকমা পেতে চাইছেন। ইতিমধ্যে জিআই তকমা পাওয়ার ক্ষেত্রে মালদা জেলা ডিসটিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টারের কর্তৃপক্ষের কাছেও তাঁত শিল্পীর আবেদন জানিয়েছেন। মালদা জেলা ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টারের জেনারেল ম্যানেজার মানবেন্দ্র মন্ডল জানিয়েছেন, তাঁত শিল্পের ওপর জিআই তোকমা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রস্তুত কারকদের আবেদন করার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরবর্তীতে সেটি উর্ধ্বতন ও কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। উল্লেখ্য, জিআই অর্থাৎ জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন যা ভৌগোলিক নির্দেশিকাকেই বোঝায়। মূলত হস্তশিল্প, কৃষিশিল্প এবং খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদিত পণ্যের ওপরই কেন্দ্র সরকার এই জিআই তকমা লাগু করে। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত টাঙ্গাইল, গরদ এবং কোরিয়ালি এই তিন ধরনের শাড়ির উপর জিআই তকমা দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। আর তারপর থেকেই মালদার তাঁত শিল্পীরা তাদের এই জিআই তকমা পাওয়ার দাবি জানাচ্ছেন।

বলাবাহুল্য , জেলার পুরাতন মালদা, কালিয়াচক এবং ইংরেজবাজার ব্লকের বেশ কিছু এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কাড়িগরেরা। বর্তমান সময়ে উন্নত প্রযুক্তির পোশাক তৈরীর ক্ষেত্রে তাঁত শিল্প প্রস্তুতকারকেরা গামছা লুঙ্গি সহ বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করে এখন খাদি বস্ত্রের দিকেই আগ্রহ বাড়িয়েছেন।

পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ী এলাকার তাঁত শিল্পী হাবুল দাস, নিবারণ দাস, খুদিরাম বোসদের বক্তব্য , একটা সময় মালদার বিভিন্ন এলাকায় তাঁত শিল্পীদের নানান তৈরি বস্ত্র উৎপাদিত হতো। বহু কারিগরেরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এখন সেই ধরনের পোশাক উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অনেকেই এই কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। বর্তমানে যারা যুক্ত রয়েছে তারা খাদি বস্ত্র তৈরির উপর নির্ভরশীল। তাই মালদার তাঁত শিল্পীরা এই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে জিআই তকমার আবেদন রাখার দাবি জানাচ্ছে। মালদা ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেঃটারের জেনারেল ম্যানেজার মানবেন্দ্র মন্ডল জানিয়েছেন, তাঁত শিল্পীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। জিআই তকমা পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পরবর্তীতে বিষয়টি বিবেচনা করবে।

বাংলায় ইডি অফিসারদের ওপর হামলার ঘটনায় ক্ষুব্ধ রাজু বিস্তা বলেছেন পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা

কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালিতে অভিযানের সময় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দলের উপর আক্রমণের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দার্জিলিং-এর বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা আবারও বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে ...এই আক্রমণ শুধুমাত্র একটি স্বাধীন সংস্থার উপর নয়, ভারতের সংবিধানের উপর। এই ঘটনাটি আবারও পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা।

শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা মাঠে সরস মেলার উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা মাঠে শুক্রবার শুরু হল দার্জিলিং জেলার ষষ্ঠ সরস মেলা। এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্প শিল্পীরা তাদের নিদর্শন নিয়ে বাজার গড়ে তুলেছেন। মেলার বিভিন্ন স্টলে জেলার নারীদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের আচার, বিভিন্ন ধরনের গহনা, শাড়ি এবং অন্যান্য উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভর করে বিভিন্ন ধরনের গাছের বীজ বিক্রি করে স্বনির্ভর হওয়ার পথ দেখাচ্ছেন পুরাতন মালদার শিক্ষক

মালদা ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভর করে বিভিন্ন ধরনের গাছের বীজ বিক্রি করে স্বনির্ভর হওয়ার পথ দেখাচ্ছেন পুরাতন মালদার শিক্ষক গৌতম পাল । রাজ্য তথা দেশের বাইরে এশিয়া, ইউরোপেও অনলাইনের মাধ্যমে গৌতমবাবুর সংরক্ষিত বিভিন্ন ধরনের গাছের বীজ ইতিমধ্যে রপ্তানির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাতে করে মাসে কমপক্ষে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা আয় করছেন পুরাতন মালদার নবাবগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা গৌতম পাল। সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি অনলাইনেও দেশ বিদেশের বাজারে বিভিন্ন ধরনের গাছের বীজ বিক্রির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন গৌতমবাবু । ইতিমধ্যে তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত অস্ট্রেলিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ, চীন ও সৌদি আরব এই সমস্ত দেশের ব্যবসায়ী ও নার্সারি কর্তারা বীজ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। সম্পূর্ণ ব্যবসায় তিনি অনলাইনের মাধ্যমে করছেন। গৌতম পাল জানিয়েছেন, বীজ বিক্রির জন্য তাঁকে কোথাও যেতে হচ্ছে না। ঘরে বসেই তিনি এই ব্যবসার চালিয়ে যাচ্ছেন অনলাইন মাধ্যমে। বিভিন্ন সোশ্যাল মাধ্যমকে হাতিয়ার করে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ব্যবসা। দেশের প্রায় প্রতিটি নার্সারিতে তাঁর বীজ ইতিমধ্যে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় বিশ্ববাজারে একাধিক দেশের বাজার দখল করেছেন পুরাতন মালদার নবাবগঞ্জের বাসিন্দা গৌতম পাল। পুরাতন মালদার নবাবগঞ্জের বাসিন্দা গৌতম পাল পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই বাগান তৈরির শখ ছিল তাঁর। সেই থেকেই ধীরে ধীরে এই দিকে ঝুঁকে পড়া। গত তিন বছর ধরে তিনি এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অর্নামেঃটালি বিভিন্ন গাছের বীজ সংগ্রহ করছেন। সেই বীজ বিক্রি করছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। আবার বিভিন্ন দেশের গাছের বীজ তিনি সংগ্রহ করছেন এবং সেই বীজ বিক্রি করছেন দেশের বাজারে। এভাবে তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন নতুন পদ্ধতির এই ব্যবসা। শুধুমাত্র বীজ বিক্রি করাই নয়। পাশাপাশি তিনি প্রশিক্ষণ দেন কিভাবে কুড়ি থেকে চারা গাছ তৈরি করা যায়। কিভাবে গাছের পরিচর্যা করতে হয়। এই সমস্ত বিষয় তিনি অনলাইন মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ক্রমশো বৃদ্ধি পাচ্ছে তার এই অভিনব ব্যবসা। যা থেকে অন্যান্য যুবকদের স্বনির্ভর হওয়ার পথ দেখাচ্ছেন গৌতমবাবু।

রেস্তোরাঁয় অভিযানে বেআইনি বিদেশি মদসহ গ্রেফতার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে হাজির করা হল

শিলিগুড়ি ঃ দুটি রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ বিদেশী মদ উদ্ধার করলো প্রধাননগর থানার পুলিশ এবং এসওজি।ঘটনায় গ্রেফতার ৩ জন।ধৃতদের নাম সঞ্জোক রাই, তেনজিং ভুচুং ভুটিয়া এবং গোপেন রাই। আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।জানা গিয়েছে, প্রধাননগর থানা অন্তর্গত দুটি রেস্তোরাঁয় অবৈধভাবে মদ বিক্রি করা হচ্ছিল বলে খবর আসে পুলিশের কাছে।এই খবর মিলতেই বৃহস্পতিবার রাতে প্রধাননগর থানার পুলিশ এবং এসওজি অভিযান চালিয়ে ওই দুটি রেস্তোরাঁ থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মদ উদ্ধার করে।ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ৩ জনকে।

আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

একই দিনে দুই জায়গাতে নিশানায় তদন্তকারীরা

একই দিনে জোড়া আক্রমণের মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় সংস্থা। শুক্রবার সকালে সন্দেশখালিতে, গভীর রাতে বনগাঁয়। একই জেলার দুই ঘটনায় অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রেশন দুর্নীতির তদন্তে শুক্রবার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায় তদন্তকারী সংস্থা। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্য শেখ শাহজাহানের বাড়িতে গিয়ে আক্রান্ত, রক্তাক্ত হন আধিকারিকরা। এই জেলার বনগাঁর সাবেক পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্যকে গ্রেপ্তার করার সময় রোষের মুখে পড়েন তারা। রেশন দুর্নীতি মামলায় সন্দেহভাজন শাহজাহান এখনো নিপাত্তা। সাবেক খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ এই নেতা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারেন বলে অনুমান ইডির। তাই তার নামে লুকআউট নোটিস জারি হয়েছে। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরও সন্দেশখালির সরবেড়িয়া এলাকা থমথমে হয়ে রয়েছে। গতকালের গন্ডগোলের নানা নমুনা ছড়িয়েছিটিয়েরয়েছে গ্রামে। সংবাদমাধ্যমের ভাঙা ক্যামেরা, গাড়ির কাচের টুকরো ইত্যাদি। শাহজাহানকে নিয়ে হইচইয়ের পর সামনে এসেছে তার অগাধ সম্পত্তির কথা। বিশাল বাড়ির চত্বরে মিলেছে ত্রাণে ব্যবহৃত রাজ্য সরকারের অজস্র ত্রিপল। নেতার গ্যারেজের আচ্ছাদন হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ওই ত্রিপল দিয়ে। ধামাখালি এলাকায় রয়েছে একটি বড় হোটেল, যার মালিকানা তৃণমূলের দাপুটে নেতার বলেই দাবি স্থানীয় সূত্রের। শুধু তাই নয়, শাহজাহানের নামেই সরবেড়িয়ায় রয়েছে একটি বাজার। এই এলাকায় মাছের আড়ত, একাধিক ইটভাটা, মাছ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের 'মালিকও' এই শাহজাহান। সন্দেশখালির নদীর বুকে গজিয়ে ওঠা চরে, কংক্রিটের ঢালাই করে গজিয়ে উঠেছে ইমারতি সামগ্রীর ব্যবসা।

এখান থেকে বিভিন্ন দ্বীপে নৌকো করে পণ্য সরবরাহ করা হয়। নদীর ধারে গড়ে উঠেছে সার সার বেআইনি দোকান। এসবই এলাকার 'বেতাজ বাদশা' শাহজাহানের নেতৃত্বে চলে বলে খবর স্থানীয় সূত্রের। রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলা কেন্দ্রীয় সংস্থার জালে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁর সাবেক পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্য। শুক্রবার টানা ১৭ ঘণ্টা তল্লাশি চলে শঙ্করের বাড়ি,শ্বশুরবাড়িসহ আরও পাঁচ ঠিকানায়। ইডির দাবি, নগদ প্রায় আট লক্ষ টাকা উদ্ধার হয় তার শ্বশুরবাড়ির আলমারি থেকে। মধ্যরাত পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের পর তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এলাকার প্রভাবশালী এই নেতাও জ্যোতিপ্রিয়র ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। ইডি সূত্রের দাবি, রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার ভার ছিল শঙ্করের উপর। তার বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা আছে। আজ শঙ্করকে আদালতে পেশ করে ইডির দাবি, রেশন দুর্নীতির মোট অঙ্ক ১০ হাজার কোটি। হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন এই নেতা। তাকে ১৪ দিনের ইডি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। শুক্রবার সকালে যে ছবি দেখা গিয়েছে সন্দেশখালিতে, তার থেকে গন্ডগোল কম হলেও তদন্তকারীদের প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয় বনগাঁয়। শঙ্করকে বাড়ি থেকে বার করার সময় বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন তার 'অনুগামীরা'। ধৃতকে গাড়িতে তুলতে বেগ পেতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। ভিড়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। উত্তেজিত মানুষজন ইডি আধিকারিকদের লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে। এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। একইদিনে দুটি ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, তদন্ত করতে এলে আক্রমণের মুখে পড়া কি বঙ্গ রাজনীতির নতুন ট্রেন্ড হয়ে উঠল? পুলিশ কেন তদন্তকারীদের নিরাপত্তা দিতে পারল না? বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, পুলিশ দলদাসের মতো কাজ করছে। তাই তদন্তকারীরা আক্রান্ত হলেও তারা কাউকে ধরতে করতে পারছে না। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সংস্থার উচিত তাদের গতিবিধি জানিয়ে কোনো এলাকায় যাওয়া। তা হলে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানো যেতে পারে। শুক্রবার আক্রান্ত ইডি আধিকারিকদের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। তারা সন্দেশখালি থানার লঞ্চে চেপে নিরাপদ স্থানে যান। এই থানায় স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। পাল্টা ন্যাজাট থানায় শাহজাহানের বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণকারী ইডির বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছেন। ভবিষ্যতে যে কোনো তদন্তের সময় আধিকারিকরা কতটা নিরাপদ থাকবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আধাসেনার উপস্থিতি সত্ত্বেও কেন এটা ঘটল? এটাকে বাহিনীর 'কৌশল' বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। রাজ্যের সাবেক পুলিশ কর্তা নজরুল ইসলাম বলেন, সন্দেশখালিতে গুলি চলুক এটা শাসক দল চাইছিল। এতে শীতলখুচির মতো পরিস্থিতি তৈরি হত। তারা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারত। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সাবেক শীর্ষ কর্তা উপেন বিশ্বাসের মতে, পরিকল্পনা মাফিক আক্রমণ করেছে। ওরা জানত, এমন পরিস্থিতি কোনো দিন আসবে। গুলিচালনার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। মার খেয়েছে, রক্ত ঝরেছে, কিন্তু বাহিনী গুলি চালায়নি।

গাজা বসবাসের অযোগ্য ঃ জাতিসংঘ

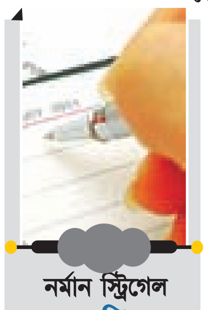

নর্মান স্ট্রিগেল
প্রাবন্ধিক

তিন মাসের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের কারণে ফিলিস্তিনের গাজা 'বসবাসের অযোগ্য' হয়ে পড়েছে বলে উল্লেখ করেছেন জাতিসংঘের মানবিক ও জরুরি ত্রাণ সংক্রান্ত প্রধান।
গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের হামলার প্রেক্ষিতে যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। চার মাস পরেও সংঘর্ষ থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।
হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা উপত্যকার সাধারণ নাগরিকদের বিরাট অংশ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। এছাড়াও অনেকেরই বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। বেশ কিছু অংশ এরই মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ায়, 'গাজা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে', বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের মানবিক ও জরুরি ত্রাণ সংক্রান্ত প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস। তিনি বলেন, ''গাজা একেবারেই বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সেখানে মানুষ প্রতিদিন অস্তিত্বের হুমকিতে পড়ছে, সারা বিশ্ব তা অবলোকন করেছে।''
সেখানে অচিরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে বলেও সতর্ক করেন মার্টিন গ্রিফিথস।
তিনি আরো বলেন, ''আমরা অব্যাহতভাবে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের আবেদন জানাচ্ছি।'' সব পক্ষকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে এগারোশো জনের বেশি মানুষকে হত্যা করে হামাস। বন্দি করে আরো ২০০ জনকে। তাদের মধ্যে এখনও অর্ধেক গাজায় বন্দি আছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইসরায়েল ও আরো কয়েকটি দেশ হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেব চিহ্নিত করেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন শনিবার তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের সঙ্গে গাজার যুদ্ধ এবং মানবিক সংকট নিয়ে আলোচনা করেছেন।
তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামাজিক মাধ্যমে বিবৃতিতে জানিয়েছে, দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক এবং আঞ্চলিক বিষয়েও আলোচনা করেছেন। তুর্কি প্রেসিডেন্ট এর্দোয়ানের সঙ্গেও দেখা করেছেন ব্লিংকেন।
অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান জোসেপ বোরেল শনিবার লেবাননে গিয়েছেন।
বোরেল, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতিতে বলেছেন, আমি লেবানন এবং অঞ্চলে গাজা যুদ্ধের প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করব।
লেবাননের হেজবোল্লাহ গোষ্ঠী জানিয়েছে, হামাসের ডেপুটি প্রধানকে হত্যার পর তারা 'প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া' দেখাতে শুরু করেছে। ইরানসমর্থিত গোষ্ঠীটি শনিবার জানিয়েছে, তারা ৬২টি ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মেরন বিমান নিয়ন্ত্রণ ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী শনিবার ভোরে 'লেবানন থেকে আনুমানিক ৪০টি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের' কথা জানিয়েছে। তবে এতে ইসরায়েলে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

২০২৪ সালের নির্বাচনগুলোর প্রভাব কী হবে

রিচার্ড এন হাস

যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রভাবের কারণে মার্কিন নির্বাচনের ফল সব সময়ই বাকি বিশ্বের ওপর প্রভাব ফেলে থাকে, সে কারণে আগামী নভেম্বরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই ২০২৪ সালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা যেতে পারে। এই নির্বাচন অন্য নির্বাচনগুলো থেকে যে কারণে মৌলিকভাবে আলাদা করছে দুটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রার্থীদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল অনেক বেশি। আন্দাজ করা যায়, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজ নিজ দলের মনোনয়ন পাবেন। এই দুজনের মধ্যে কে জিতবেন, তা যুক্তরাষ্ট্র ও বাকি বিশ্ব উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হবে।
নিশ্চিতভাবে দুজনের মধ্যে কিছু মিল রয়েছে। যেমন উভয়ের কেউই মুক্তবাণিজ্যে বিশ্বাসী নন। অবশ্য বাইডেনের বিপরীতে ট্রাম্প অনেক বেশি কট্টর সুরক্ষাবাদে বিশ্বাসী। উভয়েই চেয়েছিলেন আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে আসুক। তাঁরা দুজনেই চীনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও একমত। তবে দুজনের মধ্যে অমিল অনেক বেশি। যেমন বাইডেন একজন পেশাদার রাজনীতিবিদ, যিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন এবং গণতন্ত্রের সাধারণ নিয়মকানুন সহজাতভাবে গ্রহণ করেন।
অন্যদিকে ট্রাম্প রাজনীতির বাইরের পরিমণ্ডল থেকে আচমকা আসা একজন মানুষ, যিনি সাংঘাতিকভাবে পক্ষপাতিত্বপ্রবণ এবং প্রায়ই রাজনৈতিক নিয়মকানুন অস্বীকার করেন।
বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতি যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের ঘিরে আবর্তিত হয়। অন্যদিকে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের যতটা না মিত্র ভাবেন, তার চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আমেরিকান সম্পদ বিসর্জনের নর্দমা বলে মনে করেন।
বাইডেন বর্তমান সময়কে গণতন্ত্র ও কর্তৃত্বতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসেবে মনে করেন। তাঁর যুক্তি হলো, বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক মিত্রকে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা করা উচিত। অন্যদিকে ট্রাম্প বিশ্বের সব কর্তৃত্ববাদী নেতার সঙ্গে ওঠাবসায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।
এ লেখা যখন লিখছি, তখন অবধি ট্রাম্পকে বেশ জনপ্রিয় নেতা হিসেবে দেখা হচ্ছে। জনতুষ্টিবাদের এ জমানার সঙ্গে তাঁর রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব ভালোই মিলছে।অভিবাসীদের অপ্রত্যাশিত আগমন ও মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি বাইডেনের 'বুড়িয়ে যাওয়া' প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তাঁর বাইডেনের জনপ্রিয়তা কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে।
আপাতত কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট ডেমোক্র্যাটদের হাতে রয়েছে। অন্যদিকে প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। নভেম্বরের পর এ চিত্র উল্টে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে আরও কয়েক ডজন দেশে নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এর মধ্যে মধ্য জানুয়ারিতে ভোট হবে তাইওয়ানে। জরিপে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী উইলিয়াম লাই জনপ্রিয়তায় অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছেন। লাই যদি তাইওয়ানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হন, তাহলে চীন সম্ভবত দ্বীপটিতে সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বলপ্রয়োগ বাড়িয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানাবে।
এর দুই মাস পর রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। ভ্লাদিমির পুতিন আরেক মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হবেন এর চেয়ে সহজ ভবিষ্যদ্বাণী আর হতে পারে না। আরেকটি সহজ ভবিষ্যদ্বাণী হলো, আগামী জুনে নির্বাচনে মেক্সিকোর পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবেন একজন নারী। কারণ, সেখানকার দুই নেতৃস্থানীয় প্রার্থীই নারী।
বর্তমান বছরটি রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের তৃতীয় বছর। এ বছর এই যুদ্ধের নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, কোনো পক্ষই আলোচনার দিকে ঝুঁকছে না। তবে পশ্চিমা সমর্থন কমতে থাকায় ইউক্রেন তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হতে পারে।
এ ক্ষেত্রে পুতিন আমেরিকায় ট্রাম্পের জয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবেন। কারণ, ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক সহায়তা বন্ধ করতে পারে। যদি বন্ধ নাও করে, তাহলে অন্তত সহায়তা অনেক কমাবে, তাতে সন্দেহ নেই।

পরিযায়ী পাখিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন

রিয়া ফারহানা

ষড়্ঋতুর আবর্তনচক্রে হেমন্তের পরই শীতের আগমন শুরু হয়। শীতের তীব্রতা বাড়তে শুরু হলেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের দেশে পরিযায়ী পাখির আগমন শুরু হয়।
এসব পাখি সাইবেরিয়া, উত্তর মেরু, এশিয়া ও ইউরোপের কিছু জায়গা এবং হিমালয়ের আশপাশের স্থানে বসবাস করে। শীতকালে এসব জায়গায় তুষারপাতের কারণে তীব্র খাদ্যসংকটে তাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকার তাগিদে এসব পাখি বাংলাদেশসহ বিশ্বের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলোর দিকে আশ্রয় নেয়।
সাধারণত অক্টোবরের শেষ এবং নভেম্বরের শুরুর দিকে এসব পাখি আমাদের দেশে আসতে শুরু করে। আমাদের দেশের হাওরবাঁওড়, মুক্ত জলাশয় ও ঝোপঝাড় এদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে। বালিহাঁস, পাতিহাঁস, গাঙচিল, ডাহুক, পানকৌড়িসহ তিন শতাধিক প্রজাতির পাখির আগমন হয়।
শীত শেষে এরা আবার অতিথির মতো চলে গেলেও এই ক্ষণিকের অতিথিদের সঙ্গে আমরা অতিথিসুলভ আচরণ করি না। হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসব পাখি আমাদের কাছে বেঁচে থাকার তাগিদে এলেও আমরা তাদের শিকারে প্রয়োগ করি বিভিন্ন কৌশল। বড়শি ফেলে, ফাঁদ পেতে, বন্দুকের সাহায্যে, চোখে লেজার রশ্মি ফেলে প্রায়ই এসব পাখি শিকার করা হয়। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে একশ্রেণির অসাধু ব্যক্তি অনবরত এসব পাখি শিকার করে যাচ্ছে। তা ছাড়া বাজারেও এসব পাখির বেশ দাম রয়েছে। তাই বিক্রি করতেও খুব একটা বেগ পেতে হয় না।
পাখি শিকার দণ্ডনীয় ফৌজদারি অপরাধ। ১৯৭৪ সালের বন্য প্রাণী রক্ষা আইন এবং ২০১২ সালের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনে দণ্ডের বিধান রয়েছে।
অনবরত পাখি শিকারের কারণে দিন দিন এসব পাখির আগমন ও সংখ্যা আমাদের দেশে কমে যাচ্ছে, এদের অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নির্বিচার পাখি শিকারের কারণে এদের প্রায় ১৩০টি প্রজাতি প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পাখি শিকারে একদিকে যেমন জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে ফসলি জমিতে পোকার আক্রমণ বেড়েই চলেছে।
পাখি প্রকৃতির অলংকার। অতিথি পাখি একদিকে যেমন আমাদের দেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে, ঠিক তেমনি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অভাবনীয় অবদান রাখছে।
পাখি শিকারের বিরুদ্ধে আইন থাকলেও বাস্তবে আইনের যথাযথ প্রয়োগ দেখা যায় না। অতিথি পাখি শিকার রোধে প্রচলিত আইন জোরদার করা এবং স্থানীয় প্রশাসনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। পরিযায়ী পাখি আমাদের পরম বন্ধু। প্রকৃতি ও পরিবেশের সুরক্ষায় অবিলম্বে অতিথি পাখি শিকার বন্ধ করতে হবে, অন্যথায় জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে।

সাময়িকী

টেইলর সুইফট, বার্বি আর বিয়ন্সে নারীরা যেভাবে অর্থনীতিকে চাঙা রাখছেন

সুনীল
প্রাবন্ধিক

একবিংশ শতাব্দী যদি নারীদের হয়, তাহলে ২০২৩ সালকে বিবেচনা করা যেতে পারে নারীদের অর্থনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের বছর হিসেবে। গত বছর দেশে দেশে নারীদের ব্যয় এত বেশি ছিল যে বড় বড় শহর তো বটেই, একটি দেশের পুরো অর্থনীতিকেই তা প্রভাবিত করেছে। সংগীতজগৎ থেকে থেকে সিনেমাসব অঙ্গনের তারকা নারীরাই এ ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন। মার্কিন গণমাধ্যম ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও (এনপিআর) এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে। মার্কিন গায়িকা ও অভিনেত্রী বিয়ন্সে নোয়েলসের কথাই ধরা যাক। গত বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কনসার্ট আয়োজনের মধ্য দিয়ে রেনেসাঁ ওয়ার্ল্ড ট্যুর করেছিলেন তিনি। শুরুটা হয়েছিল মে মাসে সুইডেনে, পরপর দুটি কনসার্ট আয়োজনের মাধ্যমে। বলা হয়ে থাকে, বিয়ন্সে নোয়েলস ওই সময় এককভাবে সুইডেনে মূল্যস্ফীতি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।
একটু ব্যাখ্যা করে বলা যাক। বিয়ন্সের কনসার্ট উপলক্ষে হাজারো ভক্ত হাজির হন সুইডেনে। ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৪৬ হাজার মানুষ রাজধানী স্টকহোমে আসেন তাঁর গান শুনতে। তখন অতিরিক্ত চাহিদা থাকায় হোটেলভাড়া, রেস্তোরাঁর খাবারসহ বিনোদনের বিভিন্ন খাতের ব্যয় আকাশচুম্বী হয়ে যায়। সুইডেন সরকার জানায়, বিয়ন্সের কনসার্ট আগের মাসের তুলনায় দেশটিতে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ মূল্যস্ফীতি বাড়িয়ে দেয়। পরবর্তী, অর্থাৎ জুন মাসেই মূল্যস্ফীতি আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসে।
ডেনমার্কের ডানস্কা ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ মাইকেল গ্রান বলেন, 'কোনো একক ইভেন্টের জন্য এ ধরনের মূল্যস্ফীতি বেশ আশ্চর্যজনক। আমি এমনটা আগে দেখিনি।' নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, বিয়ন্সের বৈশ্বিক কনসার্ট মার্কিন অর্থনীতির জন্য আনুমানিক ৪৫০ কোটি ডলার আয় করেছে, যা ছিল ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকের আয়ের চেয়ে বেশি।
সিনেমা তথা বক্স অফিসের হিসাবেও নারীরা ২০২৩ সালে ইতিহাস গড়েছেন। গত বছর জুলাইয়ে মুক্তি পায় বহুল আলোচিত সিনেমা 'বারবি'। অল্প দিনের মধ্যেই এটি হ্যারি পটারকে ছাড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ও বিশ্বব্যাপী বছরের সর্বোচ্চ আয়কারী চলচ্চিত্রে পরিণত হয়। 'বারবি' দেখার জন্য গোলাপি পোশাক পরা তরুণীদের ঢল নামে সারা বিশ্বের সিনেমা হলগুলোতে। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, নানা উপলক্ষে মেয়েরা যখন ব্যয় করতে শুরু করেন, তখন অর্থনীতিও ফুলেফেঁপে ওঠে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভও সেই প্রভাব আঁচ করতে পারে।
ভোক্তাদের আচরণের ওপর সেলিব্রিটিদের প্রভাব অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে কখনো কখনো তা অন্য স্তরে উঠে যায়। মার্কিন গায়িকা টেইলর সুইফট এ ক্ষেত্রে যেন সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। ২০২২ সালের অক্টোবরে টেইলর সুইফটের গান 'ইউ আর অন ইওর ওউন, কিড' প্রকাশ পায়। গানটির মধ্যে একটি বাক্য ছিল এমন, 'সো মেক দ্য ফ্রেন্ডশিপ ব্রেসলেটস, টেক দ্য মোমেন্ট অ্যান্ড টেস্ট ইট।' গানটি প্রকাশের পর যুক্তরাষ্ট্রের কারুশিল্পের চেইনশপ মাইকেলসের স্টোরগুলোতে হঠাৎ বিশেষ ধরনের 'ফ্রেন্ডশিপ ব্রেসলেট' বিক্রির ধুম পড়ে যায়। মাইকেলস জানিয়েছে, অনেক স্থানে এই ব্রেসলেটস বিক্রি ৫০০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। ডিউক ইউনিভার্সিটির ব্যবসায়িক অর্থনীতির অধ্যাপক এড টিরিয়াকিয়ান বলেন, এ ঘটনা নারীর সাধারণ ক্রয়ক্ষমতার একটি প্রমাণ। গায়িকা বিয়ন্সে নোয়েল গত বছর তাঁর এক অনুষ্ঠানে ভক্তদের সিলভার আউটফিট পড়ে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের ই কমার্স প্রতিষ্ঠান এটসির ছোট ব্যবসায়ীরাও এ ধরনের পোশাক আকাশচুম্বী দামে বিক্রি করেছিল। একইভাবে 'বারবি' সিনেমা প্রকাশের পর নারীদের জন্য গোলাপি রঙের পোশাক ও পণ্য বিক্রি অনেক বেড়ে যায়। ২০২৩ সালের মার্চে টেইলর সুইফটের 'দ্য ইরাস ট্যুর' নামের ১৫১টি বৈশ্বিক কনসার্টের যাত্রা শুরু হয়। গত বছর এর মাত্র অর্ধেক পরিমাণ কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয় আর তাতেই ইতিহাসে এক ট্যুর থেকে প্রথমবারের মতো ১০০ কোটি ডলার রাজস্ব আয় হয়। এই কনসার্টের বাকি পর্বগুলো আয়োজিত হবে চলতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। ডিউক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এড টিরিয়াকিয়ান বলেন, টেইলর সুইফটের ১৫১টি কনসার্টের মোট অর্থনৈতিক মূল্য ৭ হাজার ৫০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

পাঠকের চিঠি

১০০ দিনের কাজে বাজেট বরাদ্দে কাটছাঁট !

করোনা পরিস্থিতিতে দেশের বহু শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন । পরিযায়ী শ্রমিকরা বাড়িতে বসে দিন কাটাচ্ছেন । কাজের অভাবে, অর্থের অনটনে ভুগছেন শ্রমিকরা । খবরে প্রকাশ গত অর্থ বর্ষে ১০০ দিনের কাজে বাজেট খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল ৯৮ হাজার কোটি টাকা । এই অর্থ বর্ষে তা করা হয়েছে ৭৩ হাজার কোটি টাকা । অর্থাৎ গরিব সাধারণ মানুষের অন্নে কাটছাট করা হলো । ১০০ দিনের কাজে বাজেট বাড়ল না বৈ কমল । দিন আনা দিন খাওয়া মানুষরা ১০০ দিনের কাজের উপর ভরসা করে সংসার চালান । তাঁরা যত বেশি দিন কাজ পান সেটা তাঁদের ক্ষেত্রে সুবিধা । বাইরে রাজ্য থেকে ফিরে এসে ১০০ দিনের কাজ করেন । এই খাতে বরাদ্দ কমলে আগামীতে তাঁরা ১০০ দিনের কাজ পুরোপুরি পাবেন না কারণ বাজেট কমলে শ্রম দিবস কমে এবং ওই সকল শ্রমিকদের আয় কমবে । প্রান্তিক গরিব মানুষদের সংসারে যাপনে কঠিন দুর্ভোগ পোহাতে হবে । শ্রমিক দরদী বাজেট পেশ করতে হতো । গরিবদের উপহার হবে এমন বাজেট দরকার ছিলো ।

মুন্সি দরুদ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

জানা অজানা

৪০-এর পরও যে পাঁচ উপায়ে ধরে রাখবেন তারুণ্য

একটি বেসরকারি বিমান সংস্থায় কাজ করেন মারুফা মাহফুজ। তিনিজানান, বেশ কয়েক বছর আগেই ৪০-এর ঘর পেরিয়েছেন তিনি। চেহারায় বয়সের ছাপটা দূর করতে সব সময়ই মনকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করেন। কুড়িতে বুড়ি। এই প্রবাদের দিন ফুরিয়ে গেছে অনেক দিন আগেই। বরং এখন ৪০ বছর বয়সেও তারুণ্যের দীপ্তি ছড়াচ্ছেন অনেকেই। তবে সে জন্য মেনে চলতে হবে কিছু নিয়ম। রূপবিশেষজ্ঞ ও পুষ্টিবিদেরা জানালেন খুব সহজ ৫টি নিয়ম মেনে তারুণ্য ধরে রাখার সহজ উপায়। পুষ্টিবিদ আখতারুন নাহার বলেন, বয়সটা ৩০-এর কোঠা পার হলেই হজমপ্রক্রিয়ার গতি ধীর হতে থাকে। এ জন্য ৪০-এর দরজায় পা দেওয়ার আগেই খাওয়াদাওয়ায় একটা নিয়ন্ত্রণ আনা উচিত। এ বয়সে খাবার থেকে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমিয়ে, বাড়াতে হবে প্রোটিনের পরিমাণ। কারণ, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোষের যে ক্ষয় হয়, সেটা একমাত্র প্রোটিনের সাহায্যেই পূরণ করা সম্ভব। দুধ, ডিম, মাছের পাশাপাশি মাংসও প্রোটিনের অন্যতম উৎস। তাই অনেকেই খাবারের তালিকা থেকে যে মাংস বাদ দিয়ে দেন, এটা করা একেবারেই ঠিক নয় বলে জানান এই পুষ্টিবিদ। প্রতিটি খাবার গ্রহণের মধ্যে তিন ঘণ্টা বিরতি রাখার পাশাপাশি দিনে অন্তত পাঁচবার খাবার গ্রহণের পরামর্শ দেন আখতারুন নাহার। প্রথমে মুখের ত্বকে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন। এবার দুটো টেবিল চামচ দুই হাতে ধরে চোয়ালের নিচে থেকে ধীরে ধীরে ওপরের দিকে টেনে নিন। চিনা আকুপ্রেশারের এই থেরাপি মুখে প্রয়োগ করলে ধীরে ধীরে মুখ একটা সুন্দর গড়ন পাবে। রক্ত সঞ্চালন ও শারীরিক কাঠামো ঠিক রাখতে নিয়মিত ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট হাঁটা ও সাঁতার কাটা এ বয়সে বেশ উপকার দেয়। শরীরকে ফিট রাখতে ও বাড়তি মেদ ঝড়াতে এই দুটোর বিকল্প নেই। রূপবিশেষজ্ঞ রাহিমা সুলতানা বলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘুমের গতিও কমতে থাকে। যদি ঘুম না আসে, তাহলে কোনো সুগন্ধি তেল নিয়ে মাথা, হাত ও পায়ের তালুতে ম্যাসাজ করুন।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। **নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী*** ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by **Rajat Kumar Gupta** and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, **: Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee** * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) **RNI Registration : JHABEN 00015** email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

২০ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ট্রেনে যাতায়াত না করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান বদরুদ্দিন আজমলের

আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যা রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘিরে এআইইউডিএফ সভাপতির সাম্প্রদায়িক মন্তব্য নিয়ে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আগামী ২২ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কার্যসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান অযোধ্যার রাম মন্দিরে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে। এবার ২২ জানুয়ারির এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এক আশ্চর্যকর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল। তিনি ২০ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ট্রেনে যাতায়াত না করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মূলত যেকোনো ধরনের সংঘাত এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা করে তার এই আহ্বান বলে মন্তব্য করেছেন তিনি

বদরুদ্দিন নাজমুল বলেন ২০ থেকে ২৫ জানুয়ারি দেশের প্রতিটি ট্রেনে বাসে হিন্দুরা অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। ফলে সেই সময় মুসলমানদের ট্রেনে যাত্রা না করাই ভালো। ৪-৫ দিন ঘরে বসে থাকলে কোনও ক্ষতি হবে না। কারণ সেই সময়ে রাম মন্দিরে ভক্ত এবং কার সেবকরা বেশি সংখ্যায় ট্রেনে থাকার ফলে যেকোনো ধরনের অঘটন হয়ে যেতে পারে। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার সময় যেখানে যাকে পেয়েছে সেখানে মারধর করা হয়েছিল। এই ধরনের ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না হয সেটা তো সাবধান হতে হবে। উদাহরণ স্বরূপে তিনি বলেন কোনও ট্রেনে যদি ২০০ আড়াইশো হিন্দু যুবক থাকেন এবং সেখানে যদি একটি মুসলমান পরিবার ফেসে যায় তাহলে অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। বিশেষ করে মহিলা থাকলে আরো বেশি বিপদ। ফলে এই পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য সেই সময় মুসলমানদের ট্রেনে যাতায়াত না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল।

তবে মুসলমানদের প্রতি ২০ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ট্রেনে যাতায়াত না করার জন্য আজমলের আহ্বানকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য বিজেপির দিপ্লুরঞ্জন শর্মা এক্ষেত্রে আজমলের ব্যাপক সমালোচনা সমাজের সচেতন মহলের পাশাপাশি বিভিন্ন দল সংগঠন এআইইউডিএফ সভাপতির এই বক্তব্যকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা দিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ফের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন এটা কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িক বক্তব্য নয়। এই আহ্বান জানিয়ে তিনি মুসলমান সমাজকে সুরক্ষিত করে রাখতে চাইছেন বলে উল্লেখ করেন এআইইউডিএফ সভাপতি। তিনি বলেন নিজের ধর্মের ব্যক্তিদের সুরক্ষিত করে রাখার জন্য এই ধরনের আহ্বান জানানো কোনভাবেই সম্প্রদায়িক মন্তব্য হতে পারে না। যারা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি করে তাদের ক্ষেত্রে দোষ নেই। অথচ তিনি মুসলমানদের রক্ষা করতে চাইছেন কিন্তু তাকেই দোষারোপ করা হচ্ছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বদরুদ্দিন আজমল।

এদিকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এআইইউডিএফ ব্যাপক প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছে। দলের সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল একদিকে যেভাবে ধুবড়িতে প্রচার চালাচ্ছেন অন্যদিকে এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম এবং বরাক উপত্যকার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক

করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া একসঙ্গে একত্রিত নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিন নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে ধিং বিধানসভা কেন্দ্রে বেশ কয়েকটি জনসভায় অংশ নিয়েছেন বিধায়ক আমিনুল ইসলাম এবং বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া। ব্যাপক প্রচার অব্যাহত রেখে বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া বলেন তারা প্রতিদিন চার-পাঁচটি ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত করছেন। তাছাড়া জনসভার আয়োজন করা হচ্ছে। তবে নির্বাচনী প্রচারে সাধারণ জনতার ব্যাপক সাড়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে আসন্ন লোকসভায় এআইইউডিএফ প্রার্থী নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে এক থেকে দেড় লক্ষ ভোটে জয়লাভ করবে বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া।

অযোধ্যা রাম মন্দির নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে কংগ্রেস অভিযোগ রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দিপ্লুরঞ্জন শর্মার

সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা বদরুদ্দিন আজমলের সমালোচনা করে জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয়কে দেশের এই গৌরব মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার আহ্বান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা রাম মন্দিরে আগামী ২২ জানুয়ারি ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু অযোধ্যার রাম মন্দির নিয়ে কংগ্রেস ব্যাপক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দিপ্লুরঞ্জন শর্মা। তিনি বলেন এক্ষেত্রে কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রে জড়িত রয়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল। সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা আজমলের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয়কে দেশের এই গৌরব মুহূর্ত রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাক্ষী হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে অসমে প্রস্তাবিত রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে দলটির সাধারণ সম্পাদক দিপ্লুরঞ্জন শর্মা বলেন রাহুল গান্ধীর প্রস্তাবিত যাত্রা সম্পর্কে নানা তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাহুল গান্ধী সেই রাজ্য সফর করেছিলেন। অথচ নির্বাচনের ফলাফলে বিজেপি সর্বপ্রথম বার মিজোরামে দুটো আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে। যেখানে কংগ্রেস পেয়েছে একটি আসন। তিনি বলেন রাহুল গান্ধী ভারত জড়ো যাত্রা করলেন। সেটা করে কংগ্রেস ছত্রিশগড়ে, রাজস্থানে নিজেদের সরকার হারালো। মধ্যপ্রদেশে দলটির অস্তিত্ব নেই হয়ে গেলো বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দিপ্লুরঞ্জন শর্মা বলেন এবার রাহুল গান্ধী ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করতে চলেছেন। তবে তার আগে গত ৫০ বছরে দলটি কি করেছে সেটাও তাকে চিন্তা করে নেওয়া উচিত। তিনি মহব্বতের কথা বলেন অথচ ১৯৮৪ সালে ব্যাপক শিখ নিধন করা হয়েছিল। এমনকি এক্ষেত্রে প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী অত্যন্ত ঘৃণনীয় মন্তব্য করে বলেছিলেন একটি বড় গাছ পড়লে জমি কাঁপবেই। ফলে এবার ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করার আগে রাজীব গান্ধীর সেই মন্তব্যের নিন্দা করার জন্য রাহুল গান্ধীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। দিপ্লুরঞ্জন শর্মা বলেন এটা করলে সবাই বুঝতে পারবে যে রাহুল গান্ধী রাজনীতি না করে প্রকৃতার্থে ন্যায় যাত্রা করতে চলেছেন। রাহুল গান্ধী অসমে এই ন্যায় যাত্রা করতে আসছেন অথচ তিনি তার টুইটে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতবর্ষের শেষ সীমানা বলে উল্লেখ করেছিলেন। যেই ব্যক্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ছেড়ে অন্য রাজ্যের অস্তিত্ব নেই, যেই ব্যক্তির পূর্বপুরুষ অসমকে ভারতবর্ষ থেকে বিদায় দিয়েছিলেন তিনি এবার অসমে এই যাত্রা করতে চাইছেন।

ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে রাহুল গান্ধী মনোরঞ্জনের এক অন্যতম আহিলা। এমনকি কখনো কখনো রাহুল গান্ধী বিজেপির জন্য সুবিধা জনক হয়ে যান। কারণ তিনি যেটা বলেন ভারতবাসী কখনো সেটা মানেন না। তবে রাহুল গান্ধী যে কোনও যাত্রা করলেও আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ইতিহাসে সব থেকে কম আসন পাবে কংগ্রেস। শোচনীয় প্রদর্শন করবে দলটি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। দিপ্লুরঞ্জন শর্মা বলেন বর্তমান ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনী অব্যাহত রয়েছে। সেখানে কংগ্রেসের অস্তিত্ব নেই। ফলে এবার ভারত মুক্ত কংগ্রেস, অসম মুক্ত কংগ্রেস বাস্তব হতে চলেছে। কংগ্রেস ভারত জড়ো যাত্রা করে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বিভাজন আনার প্রয়াস করেছে। ফলে বর্তমান রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে প্রস্তাবিত ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা নয় বরং গত ৫০ বছর ধরে কংগ্রেস ভারতবর্ষের প্রতি করে আসা অন্যায়ের ফলে এটা রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো অন্যায় যাত্রা বলে অভিহিত করেছেন তিনি।

অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দিপ্লুরঞ্জন শর্মা। তিনি বলেন অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে জাতি ধর্মবর্ণ ভাষা নির্বিশেষে প্রত্যেকে সমর্থন করেছেন। এমনকি মুম্বাই থেকে এক মুসলমান যুবতী পদব্রজে অযোধ্যা পর্যন্ত গেছেন। অথচ কংগ্রেসের নেতারা এবং বদরুদ্দিন আজমল রাম মন্দির নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। একই সঙ্গে বামপন্থী দলগুলো এবং আরবান নাকশাল তথা ভারত বিরোধী একাংশ বুদ্ধিজীবী এই ষড়যন্ত্রে জড়িত রয়েছেন। রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক বলেন ২০ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত মুসলমানদের ট্রেনে যাতায়াত না করার আহ্বান জানানো বদরুদ্দিন আজমলের এই মন্তব্য অতি সাম্প্রদায়িক।

তিনি বলেন অসমের জমি এবং জলের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকা কিংবা ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকা মুঘলের রাজের মাধ্যমে রাজনীতি করতে ইচ্ছুক বদরুদ্দিন আজমল এই ধরনের মন্তব্যের ফলে সমাজে বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে। মুসলমানদের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি করে তারা সমাজে বিভেদ আনার প্রয়াস করেন। এই ধরনের নেতারা শুধুমাত্র সংখ্যালঘু দরিদ্র ব্যক্তিদের শোষণ করে চলেছেন। মুসলমান সমাজকে সর্বাধিক শোষণ করা ব্যক্তি হচ্ছেন বদরুদ্দিন আজমল। এই শোষণ করা স্বার্থেই সংখ্যালঘুদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা হচ্ছে না। যাতে মুসলমান সমাজের মধ্যে ধর্মান্ধতা থাকতে পারে। তারা চান যাতে মুসলমান সমাজে জেহাদি থাকতে পারে। তারা শুধু নিজেদের উন্নয়নের মনোনিবেশ করেন অথচ সাধারণ মুসলমান সমাজ দরিদ্রতার কবলে জীবনভর পরে থাকেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। ফলে জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয়কে দেশের এই গৌরব মুহূর্ত রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাক্ষী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দিপ্লুরঞ্জন শর্মা।

বাংলা না শিখলে আমাদের কি ক্ষতি হবে

সুনীল কুমার দে

পোটকা ঃ আমাদের ঝাড়খন্ডে বাংলা ভাষী ছেলে মেয়েদের কে বাংলা শেখানোর জন্য আন্দোলন শুরু করা হয়েছে।তার জন্য আমরা গ্রামে গ্রামে বাংলা স্কুল খুলছি ও নিশুলক ভাবে প্রতি রবিবার সপ্তাহে একদিন বাংলা শিখাচ্ছি।এতে প্রচুর সারা পাওয়া যাচ্ছে।আপনারা হয়তো অনেকেই বলবেন আপনারা যে বাংলা বাংলা করছেন এখনকার হিন্দি ও ইংরেজি যুগে বাংলার প্রয়োজনীয়তা কি।বাংলা শিখে কি লাভ।বাংলা শিখে কি লাভ তা জানি না তবে বাংলা না শিখলে কি ক্ষতি হবে তা নিয়ে আলোচনা করবো।

১.যে কোনো মানুষের গর্ব,অহংকার ও পরিচিতি তার ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে নিয়ে।তাই নিজেদের মাতৃভাষা কে শেখা উচিত ও তা নিয়ে গর্ব করা উচিত।

২.প্রাইমারি শিক্ষা নিজের মাতৃভাষা তে যত সহজ ও সরল হয় সেরকম অন্য ভাষাতে হয় না।

৩.ভাষা ভাবের বাহক।নিজের মাতৃভাষা তে নিজের ভাব যেমন ভাবে ব্যক্ত করা যায় অন্য ভাষাতে তা সম্ভব নয়।

৪.আমাদের ধর্ম শাস্ত্র ও সাহিত্যের বই সবই বাংলায় যেমন, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা,ভাগবৎ, পুরান, কথামৃত আদি ।বাংলা না জানলে এই সব বই পড়বো কি করে।যদিও অন্য ভাষাতেও ধর্ম শাস্ত্র ও সাহিত্যের বই রয়েছে কিন্তু বাংলার লালিত্য ও মাধুর্য্যই আলাদা।দুধের স্বাদ কোনোদিন ঘোলে মেটে না।

৫.পদাবলী,রামায়ণ,শীতলা মঙ্গল,মনসা মঙ্গল,চৈতন্য মঙ্গল,বাউল,শ্যামা সংগীত,কবি গান,রবীন্দ্র গীতি,নজরুল গীতি সবই তো বাংলায়।বাংলা না জানলে আমরা এই সব গান শিখবো কি করে ও গাইবো কি করে।

৬.আমাদের পাঁজি বাংলা তে লেখা।যা প্রতিদিন ও প্রতিটি কাজে আমাদের দরকার।বাংলা না জানলে আমরা পাঁজি দেখবো কি করে।

৭.লক্ষীর পঞ্চালি ও সত্য নারায়ণ ব্রত কথা বাংলা না জানলে পড়বো কি করে।

৮.বাংলা যাত্রা ও নাটক বাঙালিদের এক মহান সংস্কৃতি।বাংলা না জানলে আমরা বাংলা যাত্রা ও নাটক করবো কি করে।

৯.টুসু গান,ভাদু গান,করম গীত সবই তো বাংলায়।বাংলা না জানলে এই সব গাইবো কি করে।

১০.জীবনের উদ্দেশ্য শুধু কেরিয়ার বানানো ও টাকা রোজগার করাই নয়।জীবন কে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য অনেক কিছু দরকার যা আমরা আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে লাভ করি।

এখন বুঝুন বাংলা না শিখলে আমাদের কি ক্ষতি হবে।এরপর সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে আমাদের ছেলে মেয়ে ও নাতি নাতনিদের বাংলা শেখাবো কিনা।আমাদের ছেলে মেয়েদের কে বাঙালী করতে চাই না ইংরেজ বানাতে চাই।কোনো ভাষার প্রতি আমাদের বিরোধ ও হিংসা নেই কিন্তু নিজের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি প্রেম,টান,গর্ব ও অহংকার থাকা উচিত,এটাই আমার ব্যক্তিগত মত।

টুকরো খবর

আমি মমতা, অভিষেক এর কথা মেনেই চলব ঃ বেপারী বালা

কলকাতা ঃ সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই ক্ষমা চেয়ে নিলেন, নিজের ফেসবুক পোস্টের লেখা নিয়ে মনোরঞ্জন বেপারী বালা ঘরের বিধায়ক। বলাগরের বিভিন্ন জায়গায় উপ নির্বাচনের পোস্টার পড়েছে মনোরঞ্জন বেপারী বললেন আমি দলের সাথেই আছি দলকে জানিয়েছি ,এটি সম্পূর্ণ অরিজিৎ ও রুনা স্বামী স্ত্রী ওদের লোকজন দিয়ে করিয়েছে। আমি এলাকায় ছিলাম না সেই কারণে আমি থানায় অভিযোগ করতে পারিনি যাদের সাথে এ অন্যায় হয়েছে তারা ইতিমধ্যে বালাগড় থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। আমি আবারো ক্ষমা প্রার্থী এরকম ধরনের ব্যবহার করার জন্য যেহেতু আমি অতীতে রিক্সাওয়ালা ছিলাম মাঝেমধ্যে আমার রিক্সাওয়ালা সত্ত্বেও জেগে ওঠে যখন মাথা গরম হয়ে যায়। আমি বলাগরে ফিরেই আবার ক্ষমা চেয়ে আরও একটি ফেসবুক লাইভ করব এবং সেখান থেকেই ফেসবুক পোস্ট। যদিও আমার অফিস ভাঙচুর হয়ে গিয়েছে এখন কোথা থেকে করব সেটা পরে জানিয়ে দেবো। মন্তব্যের জন্য আমি রুনা খাতুনের কাছে ক্ষমা চাইছি। মাথা গরম হয়েছিলো। গ্যাঞ্জা, বালি, জুয়ার ঠেক চালায় ওরা। তাই নিয়েই আমার প্রতিবাদ। ভাঙচুর চালিয়েছে আমার কার্যালয়ে। ওর পেছনে কলকাতার বড়ো বাবু রয়েছে। সেই support পেয়েই করছে। আমি দলকে জানিয়েছি। দল আমার কথা শুনেছে। আমি মমতা, অভিষেক এর কথা মেনেই চলব।

চাকরি না পেয়ে উচ্চ প্রাথমিক উত্তীর্ণরা রাস্তায় নেমে মিছিল করছেন রাজপথে

কলকাতা ঃ প্রাথমিক টেট পাস চাকরিপ্রার্থীদের পর চাকরি না পেয়ে উচ্চ প্রাথমিক উত্তীর্ণরা রাস্তায় নেমে মিছিল করছেন রাজপথে। নতুন বছরে নিয়োগ চেয়ে ফের পথে নামলেন চাকরিপ্রার্থীরা প্রাথমিক টেট পাস চাকরিপ্রার্থীদের পর এবার উচ্চ প্রাথমিক উত্তীর্ণরা মিছিল করছেন শহরে। কলেজ স্ট্রিট থেকে উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের মিছিল শুরু হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ার, এসএন ব্যানার্জি রোড, ডোরিনা ক্রসিং হয়ে মিছিল শেষ হবে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে। ২০১৬ আপার প্রাইমারি চাকরি প্রার্থীদের একবার কাউন্সিলিং হয়ে গেলেও দ্বিতীয়বার কেন কাউন্সিলিং হচ্ছে না , চাকরিতে কেন হচ্ছে না সেই দাবি নিয়ে কলেজ স্ট্রিট থেকে ওয়েলিংটন, এস এন ব্যানার্জি রোড হয়ে ধর্মতলা থেকে রানী রাসমণি এভিনিউ এর এসে অবস্থানে বসে চাকরিপ্রার্থীরা। মুখ্যমন্ত্রী কে খোলা চিঠি লেখেন আন্দোলনকারীরা।

বৃহস্পতিবার সকালে নিউটাউন ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমনে আসেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ

কলকাতা ঃ অবশেষে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের ভয়েস স্যাম্পল নেওয়া হল জোকায়। কোন দুর্নীতি নেই কোন সমস্যা নেই তাহলে ভয়েস স্যাম্পল দিতে সমস্যা কোথায় আমি আগেই বলেছিলাম যারা তদন্তে বাধা দিচ্ছেন অধিকার আছে তাদের তুলে নিয়ে আসার আর তুলে আনা উচিত শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো হসপিটাল থেকে তুলে আনতে হয়েছে। এরকম ছোট ছোট বাধা সৃষ্টি করে পুরো তদন্তকে আটকে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। আমার মনে হয় গায়ের জোরে সেগুলোকে বাধা পার করতে হবে। না হলে বাংলার মানুষ যেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সিবিআই, ইডির দিকে যে তারা এই দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করবে দোষীদের সাজা দেবে সেটা সম্ভব হবে না। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ভয়েস স্যাম্পেল জোগাড় করা হয়নি এসএসকেএমে সেই কাজ সম্পন্ন হল জোকা ইএসআই হাসপাতালে ৩০ মিনিটে। ৩০ মিনিটেরই কাজ ছিল কিন্তু ওই যে একটা ভোগের বাসা আছে এসএসকেএমটা সেখানে দেখুন মন্ত্রী মশাই সকালে পায়চারি করছেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন গল্প করছেন ফোন করছেন পার্টির মিটিংও করে নিচ্ছেন। কিন্তু জেলে আছেন। এই ধরনের চালাকি যেটা বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা কমিয়ে দেয়। তিনি মন্ত্রী বলে তিনি নেতা বলে সব সুযোগ পাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ বিনা দোষে জেলের মধ্যে পচছে।এরও প্রতিবিধান হওয়া উচিত সাংবাদিকদের ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছে ফোনে কথা বলে নিচ্ছেন এজন্য ওই হসপিটালটাকে অভয়ারণ্য তৈরি করা হয়েছে। জোকা ইএসআই নমুনা সংগ্রহের সময়ের সুস্থ কালীঘাটের কাকু ইএসআই হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ড বুঝতে পারলেও এসএসকেএম এতদিন বুঝতে পারল না সবাই সুস্থ আছে। দিল্লির নেতারা সুস্থ আছে। এখানে যারা আছে সুস্থ আছে কেউ অসুস্থ নন অসুস্থর ভান করছেন সেটাকে কোর্টের তদন্ত থেকে বাঁচানোর সেজন্য জোর না করলেই তদন্ত শেষ হবেনা সবাই জানে এই চালাকি হচ্ছে রাজ্য সরকার তাদের সোর্সকে কাজে লাগিয়ে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন আর এই জন্য বিলম্বিত হচ্ছে দোষীরা শাস্তি পাচ্ছে না মানুষ ভরসা করতে পারছে না। এদিকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে ফিড সার্টিফিকেট পাওয়ার পরেও এসএসকেএমএ কেবিনে ভর্তি কালীঘাটের কাকু। কেবিনে তো ছিলেন। কেবিন থেকে বার করতে পারছিল না। তিনি বেরিয়েছে আর যদি সত্য সামনে আসে সবাইকে ভেতরে যেতে হবে। বেশিদিন ওখান থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না কিন্তু চক্রান্ত চলছে বাঁচাবার চেষ্টা চলছে করতেও ভ্রমিত করার চেষ্টা চলছে। টিএমসি এমএলএ মনোরঞ্জন বেপারীকে প্রাণনাশের হুমকি টিএমসি জেলা পরিষদ সদস্য রুনা খাতুন ও তার স্বামীর।

দেখুন টিএমসিতে কে কাকে হুমকি দেয় কর বিরুদ্ধে বলছে যারা সিনিয়র লিডার যাদের নাকি সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত তারাও নিজে লড়াই করছেন দুই এমপির মধ্যে লড়াই চলছে রাস্তায় লড়াই শুরু হয়ে গেছে এমএলএ এমপির সঙ্গে কাউন্সিলর এর সাথে ইমেইলের লড়াই আর সমস্ত স্তরের সংঘর্ষ চলছে তারপরেও পার্টনার টিকে রয়েছে আশ্চর্যের বিষয় নতুন কিছুই না প্রাণে মেরে ফেলছে যতগুলো টিএমসি নেতা মারা গেছে যেখানে খুন হয়েছে এমএলএ হোক কাউন্সিলর হোক প্রধান পঞ্চায়েত বা অন্য কোন নেতা তারা অভিযোগকারীকে তুলেছেন তার পরিবারের লোক পার্টির বিরুদ্ধে পার্টির লোকেরাই মেরেছে নিজের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে মারা গেছে। ভাগাভাগি করতে গিয়ে মারা গেছে। তারা যদিও আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করছেন তারা যদি অন্য পার্টির লোকেদের কেস দেন এদের পিছনে পুরোপুরি তাদের পার্টির লোকের হাত আছে পাটির মধ্যেই সংঘর্ষ টা এখন চলছে। বিস্ফোরক আব্দুল করিম চৌধুরী কুনাল ঘোষকে খুব তাড়াতাড়ি বহিস্কার করা উচিত কুনাল ঘোষ একটি ননসেন্স প্রবীণ ছাড়া কোন রাজ্য বা দেশ চলতে পারেনা দেখুন কে কার বিরুদ্ধে বলছে টিএমসি নেতাদের যদি আমাদের উত্তর দিতে হয় তো আমার আমরা আর কোন কাজ করার সুযোগ থাকবে না ওরা ওদের বাড়ির ব্যাপার সামনে নিয়ে কারা কারা আছে কাদের নিয়ে পার্টিটা চলছে পশ্চিম বাংলার মানুষদের এদের কাছ থেকে কিছু আশা আছে? চিন্তা ভাবনা করার আছে।

ডায়মন্ড হারবারে এক লক্ষ বৃদ্ধ ভাতা এই প্রসঙ্গে ঃ এই সরকারের রাজ ওইটুকু ক্ষমতা আছে ডায়মন্ড হারবারে ওই কটা মানুষকে ভাতা দিয়ে দিলেই হয়ে যাব নাকি ডায়মন্ড হারবারে খালি বৃদ্ধরা আছে আর কোথাও ভাতা দেওয়ার নেই এই ডায়মন্ড হারবার মডেলটা গোটা পশ্চিমবঙ্গে লাগানো হচ্ছে না ডায়মন্ড হারবার কজনকে সরকারের টাকায় ভাতা দেওয়া আছে বাকিরা কেন বঞ্চিত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ্য বৃদ্ধরা বিধবারা সারা বাংলায় কেন পাচ্ছে না? এই উত্তরটা কে দেবে।

তৃণমূল জিতলে ধুপগুড়ি মহাকুমা হবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অভিষেক প্রতিশ্রুতি এখনো প্রতিপালিত না হয় মুখে কালো কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ ঃ অনেক প্রতিশ্রুতি এখন দেওয়া হচ্ছে ইলেকশনে আসলে অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে টিএমসি কতগুলো প্রতিষ্ঠিতি দেখেছে দেখুন আপনারা নিউজ করছেন মিস্টির হাত তৈরি হয়েছে কোটি কোটি টাকা খরচা হয়েছে, শুধু ভোট না হয়েছে তারপরে ভুলে যাচ্ছেন প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে দেওয়া হয় ইলেকশনের আগে সেই সমস্ত প্রশ্ন করা উচিত টিএমসি লিডারদের।

একদিকে যেমন ভয়েস স্যাম্পল নেওয়া হলো কালীঘাটের কাকুর অপরদিকে সিআইডি ভয়েস স্যাম্পল কালেক্ট করার জন্য ডেকেছিল বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামীকে ঃ আমি জানি না তাকে কোন দোষে ডাকা হয়েছে কার ভয়েস স্যাম্পেল কেন দরকার আছে? কি অপরাধ কোন ধারা তার বিরুদ্ধে কেউ জানেনা হঠাৎ নাম শুনতে পেলাম একজন লোককে ডাকা হয়েছে দেখা গেল তিনি একজন বিচারপতির স্বামী আমি জানিনা বিচারপতিকে প্রভাবিত করার জন্য ধমকাবার জন্য ভয় দেখানোর জন্য বিচারকে প্রভাবিত করার জন্য যে চক্রান্ত করা হচ্ছে কিনা আমরা দেখেছি এর আগে ভারতী ঘোষ একসময় তাদের হয়ে খুব কাজ করেছে জঙ্গলমহলে এসপি ছিলেন কোন কারনে যখন তিনি তাদের সঙ্গে ছাড়েন চাকরি ছেড়ে দেন তাকে বাংলা ছাড়া করা হয় এবং তার স্বামী অ্যাকাউন্টেন্ট ভদ্রলোক আমি জানি তাকে দিনের পর দিন তুলে নিয়ে এসে বিচারের নামে ইন্টারভিউ নামে আটকে রাখা হয়েছে এই যে প্রতিহিংসার রাজনীতি এটা আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। জোকার ইএসআই হাসপাতাল থেকে বার করা হলো কালীঘাটের কাকু সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র কে। রাত৯নটা ৫১ জোকা হাসপাতালে প্রবেশ করা হয়েছিল কালীঘাটের কাকুকে এরপর প্রায় চার ঘন্টা পর জোকাই এসআই হাসপাতাল থেকে বার করা হলো কালীঘাটের কাকুকে।২.৫১ মিনিটে জোকা এসআই হাসপাতাল থেকে বার করা হয় তাকে।

'বিনোদনদায়ী' ক্যারিয়ারে ব্রডের অভিনন্দনও পেলেন ওয়ার্নার

পর্থঃ বিদায়বেলায় কম অভিনন্দন পাচ্ছেন না ডেভিড ওয়ার্নার। পাকিস্তানের বিপক্ষে গতকাল শেষ হওয়া সিডনি টেস্ট দিয়ে এ সংস্করণকে বিদায় বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান। সতীর্থ, প্রতিপক্ষ, ক্রিকেট কিংবদন্তিরা দারুণ এক ক্যারিয়ারের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন ওয়ার্নারকে। তবে এর ভিড়ে স্টুয়ার্ট ব্রডের অভিনন্দন ওয়ার্নারের কাছে একটু ভিন্নই লাগার কথা! ব্রডের বিপক্ষে ব্যাটিংটা মোটেও উপভোগ করতেন না ওয়ার্নার, কম করে বললেও এমন কিছুই বলতে হবে। ক্যারিয়ারে সাবেক ইংলিশ পেসারের বিপক্ষে যতবার আউট হয়েছেন, ওয়ার্নার যে আর কোনো বোলারের শিকারে এতবার পরিণত হননি। টেস্ট ক্যারিয়ারে ১০ বছরে ৩১ ম্যাচে মুখোমুখি হয়ে ১৭ বার ব্রডের বলে আউট হয়েছেন ওয়ার্নার। শুধু টেস্ট নয়, আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারেই এখন পর্যন্ত ব্রডের চেয়ে অন্য কোনো বোলারের বলে বেশিবার আউট হননি তিনি। ২০১৯ সালের অ্যাশেজে ব্রড রীতিমতো দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিলেন ওয়ার্নারের জন্য। সেবার ১০ ইনিংস ব্যাটিং করে ৭ বারই ব্রডের বলে আউট হয়েছিলেন তিনি। সর্বশেষ অ্যাশেজেও তিনি ব্রডের শিকার তিনবার। গত ৫ বছরে ব্রডের বিপক্ষে ওয়ার্নারের ব্যাটিং গড় ছিল মাত্র ১১, এ সময়ে তিনি ব্রডের বলে আউট হয়েছেন ১২ বার!

টেস্ট ক্যারিয়ারে ওয়ার্নার কার বলে কতবার আউট

বোলার	ম্যাচ	আউট	গড়
স্টুয়ার্ট ব্রড	৩১	১৭	১৭
রবিচন্দ্রন অশ্বিন	১৭	১১	৩১
জেমস অ্যান্ডারসন	২৪	১০	৩৩.৬
ক্রিস ওকস	১৫	৬	৩৪.১৬
উমেশ যাদব	১২	৬	১৯.১৬
কাগিসো রাবাদা	৯	৬	১৭.৬৬

মুখোমুখি লড়াইয়ে পরিষ্কার ব্যবধানে এগিয়ে থাকার পরও ব্রড নিশ্চিতভাবেই জানেন, ওয়ার্নার কেমন ব্যাটসম্যান। টেস্ট ক্রিকেটে ওয়ার্নার যেভাবে ব্যাটিং করেছেন, আর কোনো অস্ট্রেলিয়ানই তো এমন লম্বা ক্যারিয়ারে এভাবে খেলতে পারেননি। তাঁকে কীভাবে মনে রাখা হবে, এমন এক প্রশ্নের জবাবে ওয়ার্নার বলেছেন, 'রোমাঞ্চকর ও বিনোদনদায়ী। যেভাবে খেলেছি, তাতে লোকের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি বলে বিশ্বাস করি এবং আশা করি তরুণেরাও আমাকে অনুসরণ করবে। সাদা বল থেকে টেস্ট ক্রিকেট এটাই আমাদের খেলার শীর্ষবিন্দু। তাই কঠোর পরিশ্রম করো এবং লাল বলের ক্রিকেট খেলো কারণ, এটাও মজার।' ব্রডও ওয়ার্নারের ক্যারিয়ারকে মনে করছেন 'বিনোদনদায়ী'। অবসরের পর ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে তাঁর সামনে দাঁড়ানো ওয়ার্নার হাসছেন, এমন একটি ছবি পোস্ট করে টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় সফলতম পেসার ব্রড লিখেছেন, 'ডেভিড ওয়ার্নার, খুবই বিনোদনদায়ী এক টেস্ট ক্যারিয়ার। বিভিন্ন বছরে আমাদের দ্বৈরথ উপভোগ করেছি আমি। এসসিজিতে বিদায় বলাটা বিশেষ একটি ব্যাপার। অভিনন্দন বন্ধু।' ব্রডের সে পোস্ট নিজের স্টোরিতে শেয়ার করে ওয়ার্নার লিখেছেন, 'ধন্যবাদ, স্টুয়ার্ট ব্রড।'

ক্ষতি মেনেও কেন সৌদি লিগ ছাড়তে চান হেন্ডারসন

প্যারিস ঃ গত বছরের শুরুতে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে দিয়ে শুরু হয় ইউরোপীয় ফুটবলারদের ব্যাপক হারে সৌদি আরব যাত্রা। গ্রীষ্মকালীন দলবদলে সে বহরটি আরও বড় করেন সাদিও মানে, করিম বেনজেমা, রবার্তো ফিরমিনো এবং জর্ডান হেন্ডারসনরা। তবে এর মধ্যে হেন্ডারসনের সৌদি ক্লাব আল ইত্তিফাকে যোগ দেওয়া ছিল ইংলিশ ফুটবলের সমর্থকদের জন্য বড় ধাক্কা। সাবেক লিভারপুল অধিনায়ক হেন্ডারসন যে শুধু মাঠের খেলাতেই নন, মাঠের বাইরেও ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র।

ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের কারণে ইংলিশ ফুটবলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের একজনও ছিলেন এই মিডফিল্ডার। যার ফলে সৌদি যাত্রা নিয়ে বাকিদের চেয়ে হেন্ডারসনকে কথা শুনতে হয়েছে বেশি। তবে সেই হেন্ডারসনই নাকি ফের ইউরোপে ফিরতে চাইছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইনসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম হেন্ডারসনের ইউরোপে ফেরার ইচ্ছার কথা জানিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। যদিও এ নিয়ে হেন্ডারসনের প্রকাশ্য মন্তব্য শোনা যায়নি।

শেষ পর্যন্ত গুঞ্জন সত্যি করে হেন্ডারসন যদি ইউরোপে ফেরেন, তবে সেটি তাঁর ইউরোপ ছাড়ার মতোই বড় খবর হবে। মেইল অনলাইন অবশ্য জানিয়েছে হেন্ডারসন আল ইত্তিফাক ছেড়ে দিলে কর এবং বেতনের দিক থেকে বড় ধরনের ক্ষতির মুখ পড়তে হবে তাঁকে। ক্ষতি জেনেও অবশ্য হেন্ডারসন নাকি এখন ফিরতে মরিয়া। এমনকি সেটি ইংল্যান্ডের বাইরেও হতে পারে।

ডেইলি মেইল বলছে, ১ কোটি ২০ লাখ ইউরোতে সৌদি আরব যাওয়া হেন্ডারসন আল ইত্তিফাকে মানিয়ে নেওয়ায় সমস্যাবোধ করছেন। যে কারণে এই মাসে সামনে আসা যেকোনো প্রস্তাবকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন। সৌদি পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আল ইত্তিফাকের বর্তমান পারফরম্যান্সও নাকি হেন্ডারসনের সৌদি আরব ছাড়ার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। দলের বাজে ফর্মের কারণে ইত্তিফাক কোচ স্টিভেন জেরার্ডও নাকি বেশ চাপে আছেন। সৌদি প্রো লিগে চলতি মৌসুমে ১৯ ম্যাচ শেষে ৬ জয়, ৬ হার ও ৭ ড্র নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ৮ নম্বরে আছে আল ইত্তিফাক।

জেরার্ডের সহকারী ইয়ান ফস্টারের এই সপ্তাহে ক্লাব ছাড়াও নাকি হেন্ডারসনের এই সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা রেখেছে। চ্যাম্পিয়নসশিপের দল প্লেমাউথ আর্গিলেতে যোগ দেওয়া ফস্টার লিভারপুল একাডেমিতে জেরার্ডের সঙ্গে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। হেন্ডারসনের সৌদি আরব যাওয়ার ক্ষেত্রেও প্রভাব ছিল তাঁর। ফস্টারের ক্লাব ছাড়াও নাকি হেন্ডারসনের ভাবনা বদলানোর ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

ডেইলি মেইল বলছে, খেলার ধরনের পাশাপাশি হেন্ডারসন নাকি সৌদি আরবের গরম এবং আর্দ্রতার সঙ্গে মানিয়ে নিতেও হিমশিম খাচ্ছেন। আল ইত্তিফাকের ৩৫ হাজার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন স্টেডিয়ামে এ মৌসুমে গড়ে ৭ হাজার ৮০০ দর্শকের উপস্থিতিও নাকি হেন্ডারসনের আগ্রহ কমানোয় প্রভাব রেখেছে। এ ছাড়া সৌদি আরবে গিয়ে নিজের অবস্থান হারানো এবং সমালোচনার মুখে পড়ার বিষয়টি তো আছেই। ফুটবলের বাইরে সব সময় সামাজিক নানা অনিয়ম ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিতি আছে হেন্ডারসনের। সমকামবিরোধিতা, বৈষম্যসহ যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় কথা বলতে দেখা গেছে তাঁকে। যে কারণে সে সময় তাঁর সৌদি আরব যাত্রা অনেকেই ভালোভাবে নিতে পারেননি। সৌদি আরবের দুর্বল মানবাধিকার পরিস্থিতির মধ্যে হেন্ডারসনের নেওয়া সিদ্ধান্ত যৌক্তিক কি না, সে প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেকে।

হেন্ডারসন নাকি তাঁর সতীর্থদের সৌদি প্রো লিগের শীতকালীন বিরতি শুরুর আগেই সম্ভাব্য বিকল্পগুলো বিবেচনা করে দেখার কথা বলেছেন। সৌদি লিগের ওপর হেন্ডারসন নাকি এতটাই বিরক্ত যে প্রিমিয়ার লিগ থেকে কোনো প্রস্তাব পেলে বড় অঙ্কের বেতন হ্রাস এবং বিশাল অঙ্কের কর দিতেও আপত্তি নেই তাঁর। বলে রাখা ভালো, এই মুহূর্তে আল ইত্তিফাক হেন্ডারসনকে কর বাদ দিয়ে সপ্তাহে ৭ লাখ পাউন্ড বেতন দিচ্ছে। তবে কর মওকুফ কার্যকর হবে, যদি তিনি চুক্তি অনুযায়ী দুই বছর থাকেন। আর যোগ দেওয়ার ছয় মাস পর এখন যদি হেন্ডারসন ক্লাব ছাড়েন, তবে তাঁকে ৭ মিলিয়ন পাউন্ডের মতো কর দিতে হবে। প্রিমিয়ার লিগে এই মুহূর্তে ক্রিস্টাল প্যালেস, ফুলহাম এবং নিউক্যাসল সেংট্রাল মিডফিল্ডারের সন্ধানে আছে। তবে এই মুহূর্তে শীর্ষ লিগের অনেক দল খরচের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের মধ্যে আছে, ফলে বেতনের অঙ্কে বড় ছাড় দিয়েই আসতে হবে হেন্ডারসনকে। এদিকে হেন্ডারসনের লিভারপুলে ফেরা নিয়েও কথা হচ্ছে। হেন্ডারসন অবশ্য যেখানে মূল্যায়িত হবেন বা বেশি খেলার সুযোগ পাবেন, সেখানেই যেতে চান।

তাঁকে নিয়ে লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ বলেছেন, 'ব্যাপারটা এমনই। আমরা আলাপ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম সে থাকুক এটা আমার চাওয়া। কিন্তু সে যে নিয়মিত খেলতে পারবে না, সেটা নিয়েও আমাদের কথা হয়েছিল। আমি একজন খেলোয়াড়কে ৫০ ম্যাচ খেলার কথা বলতে পারি না। কারণ, সেটা আমি জানি না।' হেন্ডারসনের লিভারপুলে ফেরার পথটা যে এখন প্রায় বন্ধ, সে ইঙ্গিত দিয়ে ক্লপ বলেছেন, 'যদি আমি বলতাম হেন্ডো আমার প্রধান একজন হবে, সে থাকত, কিন্তু আমি তা বলিনি। তাই অন্য কোথাও যাওয়াই ভালো ছিল।'

তবে হেন্ডারসন যদি প্রিমিয়ার লিগে ফিরে আসেন, তাহলে এ বছরের ইউরোর ইংল্যান্ড দলেও তাঁর জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। সাউথগেট অবশ্য বাছাইপর্বের ম্যাচগুলোয় হেন্ডারসনের ওপর আস্থা রেখেছিলেন। এর মধ্যে গত বছরের অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে বিব্রতকর এক পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন ৩৩ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। সে সময় সাবেক এই লিভারপুল অধিনায়ককে দুয়োও শুনতে হয়েছিল। শুধু হেন্ডারসনই নন, লিভারপুলের সাবেক ফরোয়ার্ড রবার্তো ফিরমিনোও নাকি সৌদি আরব ছাড়ার কথা ভাবছেন। এর মধ্যে ফুলহাম নাকি তাঁকে নেওয়ার পরিকল্পনাও শুরু করেছে। সব মিলিয়ে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে হেন্ডারসনফিরমিনোদের সৌদি লিগ ছাড়ার ইচ্ছা ভবিষ্যতের জন্য বড় বার্তাই দিচ্ছে। অর্থের হাতছানিই সব নয় এবং সৌদি লিগও এখন পর্যন্ত ইউরোপিয়ান তারকাদের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত নয় এমনটাই নয় কি!

ইরানে বোমা হামলায় ৯০ জন নিহত, ১১ জন সন্দেহভাজন গ্রেফতার

তেহরান (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইরানের কর্তৃপক্ষ শুক্রবার জানিয়েছে, ইরানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় কেরমানে একজন নিহত সামরিক কমান্ডারের জন্য আযোজিত স্মরণসভায় দুটি বোমা বিস্ফোরণের সাথে জড়িত সন্দেহে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। ২০২০ সালে ইরাকে আমেরিকান বাহিনীর হাতে নিহত সামরিক কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানির স্মরণে আযোজিত স্মরণসভায় এই বিস্ফোরণ ঘটানো হলে প্রায় ৯০ জন নিহত হন।

বুধবারের এই হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)।

ইরানের গোয়েন্দা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, নিরাপত্তা বাহিনী কেরমানে দুইজন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীকে সহায়তা করার অভিযোগে দু'জনকে এবং ইরানের অন্যান্য অংশে অবস্থানরত এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও নয়জনকে আটক করেছে।

১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর ইরানে এটাই সবচেয়ে বড় প্রাণঘাতী হামলা।

দেশটির রাষ্ট্রীয় টিভিতে দেখা যায়, শুক্রবার নিহতদের দাফনের সময় শোকার্ত জনতা কাঁধে কফিন নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে 'প্রতিশোধ, প্রতিশোধ' বলে শ্লোগান দিচ্ছে ।

গাজায় হামাসের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধের তৃতীয় মাসে উত্তেজনা বৃদ্ধির মধ্যেই এই হামলার ঘটনাগুলো ঘটেছে। দেশটির গোয়েন্দা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের এজেন্টরা হামলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্রের হাজার হাজার গুলি জব্দ করেছে। আত্মঘাতী হামলাকারীদের মধ্যে একজন তাজিক নাগরিক বলে জানা গেছে।

ইসলামিক স্টেট (আইএস) বৃহস্পতিবার জানায় , সোলাইমানির স্মৃতিসৌধে জড়ো হওয়া জনতার মধ্যে থাকা তাদের দুই সদস্যই বিস্ফোরণটি ঘটিয়েছে।

কেরমানের ইমাম আলী ধর্মীয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত জানাজায় বিপ্লবী গার্ডের কমান্ডার মেজর জেনারেল হোসেইন সালামি বলেন, আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন, আমরা খুঁজে বের করব।

প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক ভাষণে বলেন, আমাদের বাহিনী পদক্ষেপ নেবার যথাযথ স্থান ও সময় ঠিক করবে

ইসলামিক স্টেট, ২০২২ সালে ইরানের একটি শিয়া মাজারে হামলার দায় স্বীকার করেছিল। সেখানে ১৫ জন নিহত হয়। এর আগে ২০১৭ও সালে ইরানের সংসদ এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির সমাধিতে দুটি বোমা হামলার দায় স্বীকার করে নিয়েছিল তারা ।

অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির কর্মকান্ড বন্ধ করুন : ইরানের প্রতি ফ্রান্সের মন্ত্রীর আহ্বান

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক)ঃ শনিবার ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেন যে ইরান ও তার সহযোগিদের অস্থিতিশীল করার কর্মকান্ড অবশ্যই বন্ধ করতে হবে । এই ধরণের কর্মকান্ড গাজায় যুদ্ধের এই সময়টাতে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতকে আরও সম্প্রসারিত করতে পারে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমিরাবদুল্লাহিয়ানের সঙ্গে টেলিফোনে ক্যাথেরিন কলোনা একটি খুব স্পষ্ট বার্তা দেনআঞ্চলিক সংঘাতের ঝুঁকি আর কখনও এতটা মারাত্মক হয়নি ইরান ও তার সহযোগিদের তাদের অস্থিতিশীলতার কর্মকান্ড অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এই সংঘর্ষ বৃদ্ধি পেলে কেউই জয়ী হবে না। এই বিবৃতিটি সামাজিক প্ল্যাটফর্ম এক্স 'এ দেয়া হয়েছে। বৈরুতে হামাসের উপনেতার হত্যার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে লেবাননে ইরান সমর্থিত হেজবুল্লাহ গোষ্ঠী যখন বলে যে তারা ৬২ টি ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরাইলি ঘাঁটিতে হামলা চালাবে , তখনই ফ্রান্স ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে এই ফোনালাপ হয়।

৭ অক্টোবর ইসরাইলে উপর হামাসের অকস্মাৎ আক্রমণের পর ইসরাইলে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সংকল্প প্রকাশ করে। ৭ অক্টোবরের ঐ আক্রমণে ১২০০ মানুষ নিহত হয়েছে বলে ইসরাইলি কর্মকর্তারা জানান। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে । ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

সেই থেকে ইসরাইল গাজায় অবিরাম বোমা বর্ষণ ও স্থল আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এতে কম পক্ষে ২২,৭২২ জন নিহত হয়েছে যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ।

পূর্ববর্তী এক বিবৃতিতে কলোনা বলেন তিনি মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামেহ শৌক্রির সঙ্গেও কথা বলছেন।

তিনি এক্স এ লেখেন, গাজায় মানবিক সহায়তা প্রদান এবং গুরুতর আহতদের সহায়তার সম্মুখ সারিতে রয়েছে মিশর ও ফ্রান্স।

কলোনা আরও বলেন যে শনিবার কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আব্দুলরহমানবিন জাসিম আল সানির সঙ্গে তাঁর খুব দরকারি আলোচনা হয়েছে। তাঁরা তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন সকল পণবন্দির মুক্তি , গাজায় বৈরিতার অবসান(এবং)ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য পরিস্থিতিগড়ে তোলা।

কলোনার মন্ত্রনালয় বলেছে যে তিনি এ বছরের শুরু থেকে লোবাননের প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি এবং ফিলিস্তিনি জাতীয় কর্তৃপক্ষের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিয়াদ আল মালিকির সঙ্গেও আলোচনা করেছেন।

টুকরো খবর

প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় কুলটিতে পথ অবরোধ

কুলটি ঃ চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় কুলটিতে পথ অবরোধ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে কুলটির নিয়ামাতপুর টহরম সংলগ্ন ইস্কো বাইপাস রোডে চৌমাথা মোড়ে । স্থানীয় সূত্রে খবর বুধবার সন্ধ্যায় ড.লিয়াকৎ আলি হিসাবে এলাকায় পরিচিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আকাশ ক্লিনিকে ভর্তি হন নিয়ামাতপুরের প্রিয়া সিনেমাহল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা মুসকান মণ্ডল। এরপর রাত্রি ১১ টা নাগাদ এক কন্যা সন্তান প্রসব করেন ওই প্রসূতি। কিন্তু রাতেই প্রসূতির শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে চিকিৎসক গাড়িতে অন্যত্র স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে রানিগঞ্জের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও পথেই ওই প্রসূতির মৃত্যু হয় বলে পরিবারের দাবি । এরপর পরিজনেরা ওই প্রসূতির দেহ সহ কন্যা সন্তানকে নিয়ামাতপুরে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু সুযোগ বুঝে চিকিৎসক হিসাবে পরিচয় দেওয়া লিয়াকৎ আলি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সকালে পরিজনেরা নিয়ামাতপুর টহমহরম মোড় সংলগ্ন ইস্কো বাইপাস রোড চৌমাথা মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় । ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে তাদের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়!!যদিও পরিজনেরা ওই ভুয়ো চিকিৎসকের গ্রেফতার সহ শাস্তির দাবি তোলেন!!

ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কায় দুই পুলিশ কর্মীর মৃত্যু

হাওড়া ঃ বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার বাগনানের বরুন্দায় পুলিশের পেট্রোলিং গাড়ি ও একটি বড় ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কায় দুই পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়।মৃতদের নাম সুজয় দাস (এ এস আই),পলাশ সামন্ত (কনস্টেবল)।এই ঘটনায় আরো দুই পুলিশ কর্মীকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে বরুন্দার কাছে পুলিশ পেট্রোলিংয়ের গাড়িটি বাগনানের দিকে ফিরছিল। বরুন্দার কাছে পিছন থেকে একটি বড় ট্রাক সজোরে ধাক্কা মেরে চলে যায়। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে পুলিশ কর্মীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।সেখানে সুজয় ও পলাশকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।কেন্দ্রীয় নতুন আইনের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ট্রাক চালকরা এমনিতে কর্ম বিরতি করছে ।তবে কি চালকের রাগ পুলিশের উপর পড়লো ?উঠছে প্রশ্ন।

মন্দিরের তালা ভেঙে চুরি

বীরভূম ঃ দুবরাজপুর অঞ্চলের যশপুর পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগরসহ চারটি গ্রামে মন্দিরের তালা ভেঙে চুরি প্রায় ৫০০ বছর ধরে কৃষ্ণনগর গ্রামে পুজিত হচ্ছেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেখানে সকালে মন্দিরে পুজো করতে এসে ব্রাহ্মণ দেখেন মন্দিরের তালা ভাঙ্গা তারপর কৃষ্ণের বাঁশি ঠাকুরের গলার চেন মাথার মুকুট পুজোর ভাষণ পত্র সকলেই খোয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি পুলিশকে জানানো হয় পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে যদিও সেবাইদের তরফ থেকে শুভেন্দু ব্যানার্জি দাবি করেন তিন চার লক্ষ টাকার সম্পত্তি খোয়া গেছে এই মন্দিরে আমাদের ৫০০ বছরের এই দেবতা এটা আমাদের ভাব আবেগে আঘাত করেছে আমরা উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত চাই।

ব্রাত্যদের অভিনয় নৃত্য উপস্থাপনার মাধ্যমে নৃত্য অনুষ্ঠান

কামারহাটি ঃ কামারহাটি নজরুল মঞ্চে অভিনয় নৃত্য উপস্থাপনার মাধ্যমে নৃত্য অনুষ্ঠান করেছেন। আয়োজন করল মন ও মুদ্রা। যারা সমাজে ব্রাত্য একটু পিছিয়ে পড়া,তাঁরা পারে দেখিয়ে দিলো তাদের অসাধারণ নৃত্যর মাধ্যমে।নাচের তালে এগিয়ে যাক ওরা, ফিরে আসুক জীবনের ছন্দে, ওরা ও কেনো পিছিয়ে থাকবে, কেনো সমাজ পরিজন ওদের হেলাফেলা ভাববে এটা শুধু কথাতে নয় দেখিয়ে দিলো ওরা ও পারে।মন ও মুদ্রা আয়োজন করল স্পেশাল চাইল্ডদের নিয়ে মন মুগ্ধ অনুষ্ঠান। নৃত্য করেছেন স্পেশাল বাচ্চারা সাথে আরো অনেকেই, নৃত্যের তালিম দিয়েছেন দেবারতি গোস্বামী, যার প্রচেষ্টা ও ভাবনায় এই উদ্যোগ। ৫৩ জন বাচ্চারা পারফরমেন্স করেছে তালিম দিয়েছেন নৃত্য শিক্ষিকা দেবারতি গোস্বামী। তারপরের চ্যালেঞ্জ টা আরো কঠিন কি করে ওরা সমাজে অন্যের ওপরে ভরসা না করে অর্থ উপার্জন করতে পারবে,একের পর এক সেই ভাবনা থেকে ওদের নিজেদের হাতে বানানো নানা রকমের রঙিন জিনিস শেখানো,নৃত্য শেখানোর উদ্যোগ নিয়েছেন দেবারতি গোস্বামী।এই কাজে সহযোগীতায় কিছু জন হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে ওদের চলার পথ কিছুটা সহজ করতে ওদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগীতার হাত দরকার যাতে আরো বেশি ওদের পাশে থাকা যায়।

খয়রাশোল থানার তৎপরতায় বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া ছেলেকে ফিরে পায় পরিবার

খয়রাশোল ঃ রাতে বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার পাঁচড়া চৈতন্যপুর গীতাভবন এলাকায় ডিউটিরত সিভিক ভলান্টিয়াররা অজ্ঞাত পরিচয় ২৪ বছর বয়সী একটি ছেলেকে সাইকেল নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ জাগে।যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করতেই জানা যায় যে,তার বাড়ী মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম থানা এলাকার মুনসবপুর গ্রামে। সিভিক ভলান্টিয়াররা তৎক্ষণাৎ খয়রাশোল থানার ও সি তপাই বিশ্বাসকে বিষটি জানাতেই সাথে সাথে থানা থেকে পুলিশ এসে ছেলেটিকে উদ্ধার করে এবং পাঁচড়া বাসস্টপের পুলিশ পোষ্টে বসিয়ে রাখে। এরপর খাবার খাইয়ে তার পরিবারের কাছে খবর দেওয়া হয়।নিখোঁজ ছেলের সন্ধান পেতেই তড়িঘড়ি রাত্রের মধ্যেই ছেলেটির বাবা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। পরিবার সূত্রে জানা যায়,সকালে সাইকেল নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল ছেলেটি, নাম রাহুল রাজবংশী।নিখোঁজ হওয়া ছেলেকে ফিরে পেয়ে বাবা স্বপন রাজবংশী বীরভূম জেলা পুলিশ সহ খয়রাশোল থানার পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গীতাপাঠের নামে হয়েছে সার্কাস

কলকাতা ঃ সম্প্রতি, গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়েছিল বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে। এক লক্ষেরও বেশি যুবকযুবতি যোগদান দিয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে। অনেকে তা ভালো চোখে নিলেও, একশ্রেণী তা নেয়নি ভালোভাবে। এই বিষয়ে মুখ খুললেন বিশিষ্ট আইনজীবী দেবরাজ মল্লিক। তাঁর বক্তব্য, গীতাপাঠের নামে হয়েছে সার্কাস। পাশাপাশি, তিনি আরো দাবি করেন যে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে গীতা এবং এতে আঘাত পেয়েছে অনেকের আবেগ। সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যক্তিগত আক্রমণের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

এগ্রিমেন্টে ২৩ টা ইউনিয়ন সই করেছে

কলকাতা ঃ তেসরা জানুয়ারী জুট শ্রমিকদের ওয়েজ এগ্রিমেন্ট সই হয়েচে। জুট এবং চা লেবর ইনসেনটিভ।চল্লিশ লক্ষ শ্রমিক জুট চাষ করেন।জুট মিলের যে চুক্তি সাক্ষর হয় তার মানুন্নয়নপর প্রচেষ্টা করে এসছি। চা বাগানে মিনিমাম ওসলয়েজেজ কমিটি আছে।সতেরেটা মিটিং হয়েছে। বাম আমলে জুট শ্রমিকদের মানে বারান হতো না।ডিএ ও দেওয়া হত না। শ্রমিকদের ন্যায্য টাকা তা তারা,তিন বছর ধরে পেতেন না।২০১১ র পর থেকে মাইনে বারান হয়েছে। গতকালের এগ্রিমেন্টে ২৩ টা ইউনিয়ন সই করেছে।এবারের চুক্তিতে সর্ব ক্ষেত্রে করেছি।যে জয়েন করবে ৫৪১ টা কা তারা পাবেন ক্যাশ ইন হয়ান্ড।কস্ট টু কম্পানি ৭১৫ টাকা।হাই স্কিলড রা আরো বেশি টাকা এক্সট্রা,পাবেন। বহু জুট মিলে ট্রাস্টি বোর্ডে পিএফ ছিল।এখন তা পুরো সরকারি করে দেওয়া হল।আর পিএফ না পাওয়ার স ভাগমস্যা থাকল না। গ্র্যাচুয়িটিও পুরো সরাসরি সরকারি করে দেওয়া হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। জুট মিলে পার্মানেন্ট ওয়ার্কার কম ছিল।যারা এখন পার্মানেন্ট নন।জুট মিল কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। কেন্দ্র ওর্ডার দেয় না। আমাদের,আমলে জুট মিল বন্ধ হয়নি।গোরীপুর আগে বন্ধ হয়ে রয়েছে।১১৩ টা জুট মিল।১১২ টা রানিং।গৌরীপুর কোলার বিসয়।যে কোন কারখানা বন্ধ হলে ফাউলাই তে নিয়ে আাসে সরকার। জুট মিক হুট করে বন্ধ হয় না।সাত দিনের বেশি যদি বন্ধ থাকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে কতা বলে তা চালু করে দি।মূলত কেন্দ্রের হাতে থাকে।মাঝে মাঝে কেন্দ্র অর্ডার দেয় না।দেরি করে। ২০০২ এর,চুক্তিতে মাইনে কমে যায়।ব্যাগ অর্ডার দিচ্ছে না কারণ সিন্থেটিক লবিকে বৃদ্ধি করার,চেষ্টা,করছে কেন্দ্র। চুক্তি যেটা,সই হয়েছে।তার ওপর মনিটরিং কমিটি করে দিয়েছেন মন্ত্রী মলয় গটক।যাতে যে চুক্তি হয়েছে তা সর্বোচ্চ ভাবে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য। জুট মিলের ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল হবে বলে মনে করছে। ফেব এর ফার্স্ট উইকে একটা সমাবেশ হবে।ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে এই সমাবেশ হবে।ডেট পরে জানানো হবে।রাজ্যের সমস্ত জুট মিল শ্রমিকরা এই সমাবেশে আসবেন।সোমনাথ শয়ামের নেতৃত্বে হবে এই সমাবেশ। জুট আইন কেন্দ্রীয় আইন।সিদ্ধান্ত কেন্দ্র নেয়।ছোট দেশ গুলো প্লাস্টিক বর্জন করেচে। আমাদের দেশে জুটের ব্যাবহার কমিয়ে প্লাস্টিকে ব্যাবহার বারানোর চেষ্টা করছে।প্লাস্টিক ব্যাবহার কমলে াটোমেটিক্যালি জুটের ব্যাবহার বারবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
08:01:2024

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

নির্বাচনের ভোট গণনা কীভাবে হয়?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে রোববার সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত সারাদেশে জাতীয় সংসদের ২৯৯টি আসনে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে রোববার। তবে বেলা ৪টার পরেও যদিও কেন্দ্রের ভেতরে চারশো গজের বেষ্টনীর ভেতর থাকা কোন ভোটার অপেক্ষমাণ থাকলে, তার ভোট গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ৪টা পর্যন্ত ওই চারশো গজের ভেতরে থাকা প্রতিটি ভোটার ভোট দেয়ার সুযোগ পাবেন। বেসরকারি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানিপপের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ নাজমুল আহসান কলিমউল্ল্যাহ বলছেন, ভোটগ্রহণ শেষে ভোট গণনা, বেসরকারি ফলাফল প্রকাশ, চূড়ান্ত ফল প্রকাশ এবং নির্বাচনি বিরোধ নিস্পত্তির মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ রয়েছে। প্রসঙ্গত, রোববারের এ নির্বাচনে দেশজুড়ে ৪২ হাজারের বেশী কেন্দ্রে ভোট দেয়ার সুযোগ পাবেন প্রায় ১২ কোটি ভোটার। নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব মোখলেসুর রহমান শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, ভোট শেষে প্রতিটি কেন্দ্রেই ব্যালট গণনা করে ফল ঘোষণা করবেন প্রিজাইডিং অফিসার। এরপর সেটি পাঠিয়ে দিবেন রিটার্নিং অফিসারের কাছে।

চীন ভুটান চুক্তিতে কেন উদ্বিগ্ন ভারত

নয়া দিল্লি (এজেন্সী)ঃ ৯ জানুয়ারি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভুটানে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচন ঘিরে ভুটানের ওপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ ভারত ও চীন। হিমালয়ের অঞ্চলের দেশটি নিয়ে চীন ভারতের এই দৌড়ঝাঁপ চোখে পড়ার মতো বটে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, সীমান্তে নিজেদের কৌশলগত অবস্থান ও প্রভাব বাড়াতে ভারত ও চীন ভুটানকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে।

আলোপ আলোচনার পর গত অক্টোবরে ভুটান ও চীনের মধ্যে একটি 'সহযোগিতা চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাদের এ চুক্তি ভারতের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারত দীর্ঘদিন ধরে ভুটানকে 'বাফার স্টেট' (প্রভাবশালী দুই রাষ্ট্রের মাঝখানে দুর্বল রাষ্ট্র) হিসেবে বিবেচনা করে আসছে।

লন্ডনের কিংস কলেজের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক হার্শ ভি পন্ত বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভুটান হচ্ছে 'শেষ ধাপের কয়েকটি বাধার একটি'।

ভারত এ অঞ্চলে চীনের প্রভাব আর বাড়তে দিতে চায় না। তারা এ অঞ্চলকে নিজের প্রভাববলয়ের বলে মনে করে থাকে। সুতরাং বাংলাদেশ, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কাসহ এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে বেইজিংয়ের ঋণ ও নানা চুক্তির বিষয়ে নয়াদিল্লি বেশ সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

থিম্পু ও বেইজিংয়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে ভারত ২০০৭ সাল পর্যন্ত ভুটানের বিদেশনীতি কার্যকরভাবে দেখভাল করে আসছিল।

যুক্তরাজ্যের চিন্তক প্রতিষ্ঠান চাথাম হাউস গত ডিসেম্বরে এক প্রতিবেদনে লিখেছিল, 'অবাধ বাণিজ্য ও নিরাপত্তাব্যবস্থার' বিনিময়ে ভারত ভুটানের ওই সম্পর্ক বজায় ছিল।

প্রতিবেদনে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তোলা কিছু ছবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভুটানের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তে চীনের 'অননুমোদিত নির্মাণকাজের' বিষয়টিও ছবিতে স্থান পেয়েছে। এ অঞ্চলে নির্মাণকাজ হলে 'এই ভূখণ্ড স্থায়ীভাবে চীনের' হয়ে যেতে পারে। এ কারণে দুই দেশের সীমান্ত চুক্তি অনেক দিন ধরে মুলতবি অবস্থায় ছিল।

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতির মাধ্যমে বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, ভুটানের সঙ্গে সীমান্ত ইস্যুর দ্রুত সমাধান এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চীন বদ্ধপরিকর।

সুদূরপ্রসারী প্রভাব

চাথাম হাউস বলেছে, বেইজিংয়ের ধারণা, একটি চুক্তির ফলে ভুটানের উত্তরাঞ্চলে তাদের অবস্থান সংহত হবে। পাশাপাশি ভুটানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং থিম্পুকে চীনের বলয়ে আনার সুযোগ আসতে পারে।

পন্ত বলেছেন, বেইজিং থিম্পু যেকোনো চুক্তি ভারতের জন্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব হয়ে উঠতে পারে।

পন্ত আরও বলেন, বেইজিং যদি এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয় যে 'ভারত এখন তার প্রতিবেশী হিসেবে তুলনামূলক প্রান্তিক শক্তি', তবে তার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।

নয়াদিল্লি বেইজিংয়ের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি এবং দুই দেশের ৩ হাজার ৫০০ কিলোমিটার (২ হাজার ১৭৫ মাইল) দীর্ঘ সীমান্ত নিয়ে সতর্ক। এ সীমান্ত বারোমাসি উত্তেজনার একটি বড় উৎস।

২০১৭ সালে চীন ভারত ভুটান সীমান্তবর্তী বিতর্কিত ডোকলাম মালভূমির দিকে চীনা সৈন্যরা অগ্রসর হলে ভারত ও চীনের মধ্যে ৭২ দিনের সামরিক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিল। এই মালভূমি দক্ষিণে 'চিকেন নেক' নামে পরিচিত ভারতের শিলিগুড়ি করিডরের দিকে চলে গেছে। দুই পাশে বাংলাদেশ ও নেপাল। মাঝখান দিয়ে বিপজ্জনকভাবে সরু লম্বালম্বি ভূখণ্ড 'চিকেন নেক' দিয়ে ভারতের মূল অংশের সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর যোগাযোগ।

১৯৬২ সালে চীন ও ভারতের মধ্যে এ অঞ্চলে প্রায় এক মাস যুদ্ধ হয়েছিল।

চাথাম হাউস বলছে, ভুটানের উত্তরাঞ্চলে সীমান্ত চিহ্নিত করে চুক্তি হয়ে গেলে ভুটানের পশ্চিমাঞ্চলের দিকে চীনের দৃষ্টি যেতে পারে, যেখানে ডোকলাম মালভূমিসহ কিছু এলাকা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

পন্ত বলছেন, চীনের তুলনায় খুবই ছোট ভুটানের জন্য এমন একটি চুক্তি অনেক বড় ব্যাপার। তিনি আরও বলেন, 'এখনই যদি ভুটান সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা না করে, ভবিষ্যতে তারা আরও বড় বেকায়দায় পড়ে যেতে পারে।'

গভীর উদ্বেগ

ভারতের সংবাদপত্র দ্য হিন্দুর কূটনৈতিক বিভাগের প্রধান সুহাসিনী হায়দার বলছিলেন, চীন ভুটান সীমান্ত চুক্তি 'অত্যাসন্ন মনে হচ্ছে', যা ভারতের জন্য বেশ উদ্বেগের বটে।

সুহাসিনী বলেন, ২০১৭ সালে ডোকলাম নিয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির পর চীনের সঙ্গে আলোচনায় ভুটানের 'সবচেয়ে অগ্রাধিকার' ছিল সীমান্ত বিরোধ ইস্যু। ভুটানের এ সিদ্ধান্ত 'ভারতের জন্য গভীর উদ্বেগের' বটে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, ভুটানের ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রনীতির ভূমিকা খুব একটা থাকে না। ইউরোপের দেশ সুইজারল্যান্ডের আয়তনের একটি দেশ, যেখানকার আট লাখ জনসংখ্যার প্রধান চিন্তা বেকারত্ব। আর তরুণদের মধ্যে বিদেশে অভিবাসী হওয়ার প্রবণতা বেশি।

অবশ্য ভুটানের বিনিয়োগ ও অবকাঠামোর সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে ভারত। সুতরাং দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুহাসিনী বলেন, যেকোনো সরকারই ক্ষমতায় আসুক, তারা সম্পর্ক সুদৃঢ় করার চেষ্টা করবে।

বিশ্বব্যাংকের মতে, ভারতের সঙ্গে ভুটানের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে তাদের বাণিজ্যিক অংশীদার, বিদেশি সহায়তার উৎস, আর্থিক সহায়তাকারী ও তাদের অতিরিক্ত জলবিদ্যুৎ কেনার ক্ষেত্রে ভারত বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

গত ডিসেম্বরে ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক ভারতের সীমান্তে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন।

দুই পক্ষই আশাবাদী। ভুটানের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী প্রার্থীরা আগ্রহের সঙ্গে নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের কথা বলেছেন। বিশেষ করে দিল্লির অংশীদারত্বে ভুটানের ৩০০ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনীতিকে আরও এগিয়ে নিতে আগ্রহী তাঁরা।

ভারত ইতিমধ্যে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে ভুটানের সঙ্গে রেললাইন স্থাপনসহ একগুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা দিয়েছে। তবে ভারতের বিনিয়োগকারীদের ওপর এর অনেকখানি নির্ভর করছে।

সুহাসিনী বলেন, ভুটান অন্যান্য দেশ থেকেও বিনিয়োগ চাইবে। থিম্পু যদি চীন থেকে বিনিয়োগকে স্বাগত জানায়, তাহলে সেটা হবে 'গুরুত্বপূর্ণ'।

বোয়িংয়ের ১৭১টি বিমান গ্রাউন্ডেড করার নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের

নিউ ইয়র্ক ঃ আলাস্কা এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট জরুরি অবতরণে বাধ্য হবার পর যুক্তরাষ্ট্রের বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা দ্য ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স ৯ মডেলের বোয়িং কোম্পানির উড়োজাহাজকে গ্রাউন্ডেড করার নির্দেশ দিয়েছে।

সংস্থাটি বলছে, এ নির্দেশ ১৭১ টি বোয়িং উড়োজাহাজের ওপর কার্যকর হবে।

শুক্রবার আলাস্কা এয়ারলাইন্সের বিমানটি যুক্তরাষ্ট্রের অরেগন উড্ডয়নের পরপরই জরুরি অবতরণে বাধ্য হয়। ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স বলছে এফএএ'র নির্দেশনা অনুযায়ী তারা এ ধরণের ৭৯টি বিমানের পরিদর্শন সম্পন্ন করেছে। পরে সংস্থাটির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শনিবার ৬০টির মতো ফ্লাইট বাতিলের পর কিছু উড়োজাহাজকে সার্ভিস অর্থাৎ সেবাদান থেকে সরিয়ে নেয়া হতে পারে।

এর আগে এফএএ বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রে কোন এয়ারলাইন কোম্পানি পরিচালনা করে বা যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে ব্যবহৃত হয় বোয়িং কোম্পানির এমন কিছু নির্দিষ্ট ধরণের উড়োজাহাজ সাময়িকভাবে গ্রাউন্ডেড করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা তখন জানিয়েছিলো যে প্রতিটি বিমান পরিদর্শনের জন্য চার থেকে আট ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

ওদিকে যুক্তরাজ্যের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (সিএএ) নিশ্চিত করেছে যে ৭৩৭ ম্যাক্স ৯ মডেলের কোন উড়োজাহাজ দেশটিতে নিবন্ধিত নেই। আমরা যুক্তরাজ্যের নয় কিংবা বিদেশী অনুমোদিত বিমানগুলোকে যুক্তরাজ্যের আকাশসীমায় আসার আগে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন করার জন্য লিখিতভাবে জানিয়েছি, সামাজিক মাধ্যম 'এক্স' এ জানিয়েছে সংস্থাটি।

শুক্রবার অরেগন রাজ্যের পোর্টল্যান্ড থেকে আলাস্কা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ক্যালিফোর্নিয়ার অনটারিওতে যাচ্ছিলো। ১৬ হাজার ফুট উচ্চতায় ওঠার পর এটি জরুরি অবতরণে যেতে হয়।

বিমানটিতে তখন ১৭৭ জন যাত্রী ও ক্রু ছিলো। তবে এটি নিরাপদে পোর্টল্যান্ডে ফিরে এসে অবতরণ করতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিমানের ভেতর থেকে রাতের আকাশ দেখা যাচ্ছে এবং আরও কিছু জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

তবে এতে কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। যদিও কাঠামোগত ক্ষতির তাৎক্ষনিক কোন কারণও শনাক্ত করা যায়নি।

ইভান স্মিথ নামক একজন যাত্রী বলেছেন, বিমানটির বাম দিকে পেছনে আঘাত করার মতো শব্দ হয়েছে তখন সব মাস্ক নেমে আসে।

একটি অডিও ক্লিপে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের সাথে কথা বলতে শোনা গেছে।

আমরা জরুরি অবস্থায়। আমাদের ফিরে যেতে হবে।

ছবি দেখে মনে হচ্ছে বিমানটির পাখা ও ইঞ্জিনের পেছনের দিকে তৃতীয় অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কিন্তু ওই অংশটুকু ছুটে যাওয়ার পর বিমানটি উড়লো কীভাবে এ প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন 'কাছাকাছি কেউ বসলে তাদের জন্য খুবই ঝুঁকির ব্যাপার ছিলো এটি'।

সৌভাগ্যবশত, কেউ সেখানে জানালার পাশে বসেনি। তারা যদি বেল্ট ছাড়া থাকতো তাহলে উড়ে যেতো, বলছিলেন তিনি।

প্রাথমিকভাবে ৬৫টি বিমান গ্রাউন্ডিং করে আলাস্কা এয়ারলাইন্সের সিইও বেন মিনিকুচ্চি বলেছেন নিরাপত্তা পরিদর্শন ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ শেষ করার পরেই কেবল প্রতিটি এয়ারক্রাফট সার্ভিসে ফিরে আসবে।

ওদিকে এক বিবৃতিতে বোয়িং বলেছে তারা এফএএ'র সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এবং তারা আলাস্কা এয়ারলাইন্সের ঘটনাটি তদন্ত কার্যক্রমে সহায়তা করছে।

নিরাপত্তাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পায় এবং যা ঘটেছে সেজন্য আমাদের গ্রাহক ও যাত্রীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি, বলেছে বোয়িং।

তবে বোয়িং এর সবচেয়ে বেশি বিক্রিত এই মডেলের বিমানটিতে এটা সর্বশেষ সমস্যা। এর আগে ২০১৯ ও ২০১৯ সালেও এ মডেলের বিমান গ্রাউন্ডেড করতে হয়েছিলো।

মধ্যপ্রাচ্যে বাড়ছে সংঘাত বৃদ্ধির ঝুঁকি, সফরে এসেছেন ব্লিংকেন

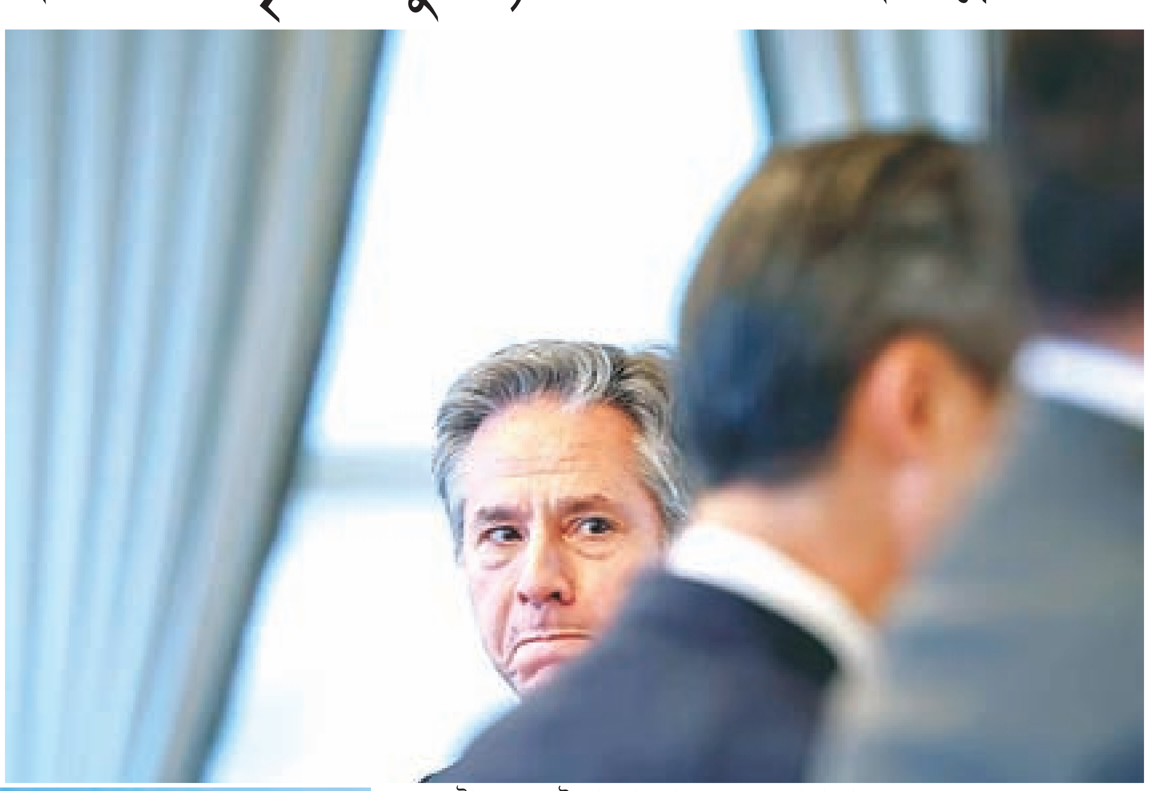

ইস্তাম্বুল (এজেন্সী) ঃ মধ্যপ্রাচ্যে তার বেশ কয়েকদিনের সফরের প্রথম পর্বে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কূটনীতিক ব্লিংকেন শনিবার তুরস্কে পৌঁছেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা ভূখন্ডে মানবিক সহায়তা সরবরাহ সহজ করার জন্য তীব্র কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলছে। এর মধ্যেই ব্লিকেনের এই সফর হচ্ছে। তাছাড়া ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের সংখ্যা কমাতে ইসরাইলের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানোর চেষ্টাও চলছে এই সফরের সময় । ব্লিংকেন প্রেসিডেন্ট রেজেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের সঙ্গে ইস্তাম্বুলে বৈঠক করেন। গাজার যুদ্ধের উত্তেজনা ও মানবিক সংকট নিরসনে তুরস্ক ও এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশ কিভাবে কাজ করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আশা করা হচ্ছে গাজার পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় তুরস্কের অংশগ্রহণ নিয়েও আলোচনা করবেন ব্লিংকেন।

৭ অক্টোবরের সেই হামলার পর ব্লিকেনের এটা চতুর্থ মধ্যপ্রাচ্য সফর। এর মধ্যেই যুদ্ধ তৃতীয় মাসে গড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশ হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে।

ব্লিংকেন গ্রীস , জর্ডান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ইসরাইল, পশ্চিম তীর ও মিশর সফর করবেন বলে জানা গেছে। তিনি এ সব দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ব্লিংকেন মানবিক সহায়তা বাড়ানোর তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবেন। এর মধ্যে রয়েছে গাজায় প্রবেশের জন্য খাদ্য, পানি, ওষুধ ও বাণিজ্যিক পণ্য সরবরাহের জন্য অনুমতি পাওয়া ট্রাকের সংখ্যা বাড়ানো।

সেই সাথে তিনি বাকি জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার জন্য চলমান প্রচেষ্টাও জোরদার করবেন।

গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলের দক্ষিাঞ্চলে হামাসের আক্রমণে প্রায় ১,২০০ জন নিহত এবং প্রায় ২৪০ জন জিম্মি হয়। আর এরই প্রতিক্রিয়ায় , গাজায় হামাসের শাসনের অবসান ঘটাতে সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরাইল। অপরদিকে, গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ইসরাইলের সামরিক অভিযানে গাজা ভূখন্ডে কমপক্ষে ২২ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের সংবাদদাতা নাইকি চিং এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন। রয়টার্স এবং এপি থেকে কিছু তথ্য নেয়া হয়েছে।